দিয়াছিলাম; তোমাকে (বাঁচাইয়া রাখার জন্য) এবং আমার তত্ত্বাবধানে গড়িয়া তোলার উদ্দেশে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

اِذْ تَمْشِىْ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ـ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ـ

অর্থ ঃ আর একটি স্মরণীয় ঘটনা– তোমার ভগ্নী (সিন্দুকের অনুসরণে) চলিতেছিল, অতপর সে ফেরআউনী লেকগণকে বলিল, আমি এমন লোকদের সন্ধান দিব যে এই শিশুকে সযত্নে পালন করিবে। এইরূপে আমি তোমাকে তোমার মাতার নিকট ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম যেন তোমাকে পাইয়া তাহার চক্ষু জুড়ায় এবং সব চিন্তা-ভাবনা দূর হয়।

১৬৪০। হাদীছ ঃ আব মূসা আশআরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, পুরুষের মধ্যে ত অনেকেই কামেল সিদ্ধ ও সুখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে সিদ্ধ ও বিশেষ খ্যাতিসম্পন্না হইয়াছেন একমাত্র ফেরাউনের স্ত্রী "বিবি আছিয়া" এবং এমরানের কন্যা "বিবি মরইয়াম"। আর আয়েশার মর্যাদা ত সর্বোপরি– সমস্ত নারীদের মধ্যে আয়েশার মর্যাদা এরূপ বড় যে রূপ সমস্ত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে "ছারীদের" মর্যাদা।

ব্যাখ্যা ঃ গোশত ও উহার সুরুয়ার মধ্যে রুটির ছোট ছোট টুকরা ভিজাইয়া এক প্রক প্রকার খাদ্য বস্তু তৈয়ার করা হয় উহাকেই "সারীদ" বলা হয়। আরব দেশে উহা অতি জনপ্রিয় ও উচ্চাঙ্গের খাদ্য। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার অতি উচ্চ মর্যাদা বুঝাইবার জন্য হযরত (সঃ) এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত মূসার মিসর ত্যাগ

হযরত মূসা (আঃ) ফেরআউনের লালন-পালনে রাজকীয় সুখ শান্তির মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার বয়স ত্রিশে পৌঁছিল। তাহার নিজের সম্পর্কে পূর্ণ অনুভূতি ছিল যে, তিনি একজন বনী ইসরাঈল বংশীয় এবং মিসরীয় কিবতীগণ বনী ইসরাঈলদের প্রতি যে অত্যাচার করিয়া যাইতেছিল – তাহাদিগকে শুধু পরাধীনই নহে বরং দাস-দাসীতে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলেন এইসব অনুভূতির প্রতিক্রিয়া যে, হযরত মূসাকে বিব্রত ও বিচলিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সূত্রের একটি ঘটনার ফলেই হযরত মূসা আকস্মিকভাবে মিসর ত্যাগ করিয়া মাদইয়ানের দিকে চলিয়া যান। উক্ত ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ـ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ـ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ـ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ـ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ـ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَغَفَرَلَهٗ ـ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ একদা মূসা (আঃ) নিরবচ্ছিন্নতার মুহূর্তে শহর এলাকায় প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, দুই ব্যক্তি বিবাদ করিতেছে– একজন মূসার সমাজের অপরজন শত্রু পক্ষীয় তথা মিসরীয় কিবতী। নিজ পক্ষীয় লোকটি শত্রু পক্ষীয় লোকটির বিরুদ্ধে মূসার সাহায্য প্রার্থনা করিল। মিসরীয়রা বনী ইসরাঈলকে অত্যাচার করে তাহা মূসা (আঃ) জানিতেন এবং মনের আগুন মনেই রাখিতেন; এই ঘটনায় চাক্ষুষরূপে ইসরাঈলী

ব্যক্তির সম্পূর্ণ নিরপরাধতা এবং মিসরীয় ব্যক্তির নির্মম ব্যবহার দেখিয়া মূসা ধৈর্যচ্যুত হইলেন। তিনি মিসরীয় লোকটিকে একটি ঘুষি মারিলেন যাহাতে তাহার দফা রফা হইয়া গেল। (তাহাকে শায়েস্তা করার ইচ্ছা ছিল হত্যার ইচ্ছা ছিল না। তাই মূসা অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, এইরূপ ধৈর্যচ্যুত করা) ইহা শয়তানের কাজ; নিশ্চয় সে স্পষ্ট শত্রু ও বিভ্রান্তকারী। মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার নিকটও ক্ষমা প্রার্থনায় বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি অপরাধ করিয়াছি; তুমি আমায় ক্ষমা কর। তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন; নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু। মূসা আরও বলিলেন, হে প্রভু! আমার উপর তোমার অসংখ্য অনুগ্রহ, অতএব প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আগামীতে কখনও (ঝগড়া-বিবাদী) অপরাধ পরায়ণদের সাহায্য করিব না।

فَاَصْبَحَ فِىْ الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِىْ اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ۔ قَالَ لَهٗ مُوْسٰى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ۔ فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يٰمُوْسٰى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اَنْ تُرِيْدُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ۔

অর্থ ঃ (কেহ না দেখায় হত্যাকারীর পরিচয় গোপন থাকিল। মূসা শহরেই রহিলেন, সন্ত্রস্ততার মধ্যে রাত্রি কাটাইলেন। ইতিমধ্যে পুনরায় ঐ ইসরাঈলী ব্যক্তি, যে পূর্বের দিন সাহায্যপ্রার্থী ছিল (এবং তাহাতে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল) সে ই আজ আবার (এক মিসরীয়ের সঙ্গে বিবাদে) মূসাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে। মূসা তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন– নিশ্চয় তুমি স্পষ্টতঃই দুষ্টলোক! (প্রতিদিন তোমার ঝগড়া বাধে।) অতপর যখন মূসা (বারণ করণার্থে ধরিতে চাহিলেন ঐ ব্যক্তিকে, যে মূসা ও ইসরাঈলী উভয়ের শত্রু (তথা মিসরীয়; তখন সাহায্যপ্রার্থী ইসরাঈলী ব্যক্তি ভাবিল, মূসা আমাকে রাগ করিয়াছে; আমাকেই মারিবে– এই ভয়ে) সে বলিয়া উঠিল, হে মূসা! গতকল্য তুমি এক ব্যক্তিকে খুন করিয়াছ, আজ ঐরূপে আমাকে খুন করিতে চাও! তুমি ত দেশে শুধু নিজের জোরবাজি করিয়া চলিতে চাও, সংশোধনীর কাজ করার ইচ্ছা তোমার মোটেও নাই।

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ۔ قَالَ يٰمُوْسٰى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ۔ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ ۔ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۔

অর্থ ঃ (এই ঘটনায় পূর্ব দিনের হত্যাকারীরূপে মূসার নাম ফাস হইয়া সংবাদ ফেরআউনের দরবারে পৌঁছিল। রাজ্যসভায় মূসার প্রাণদণ্ড সাব্যস্ত হইল।) এক ব্যক্তি (ফেরআউনেরই ঘনিষ্ঠ, কিন্তু অন্তরে মূসার ভালবাসা; সে গোপনে) শহরের দূর প্রান্তের পথে,দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, হে মূসা! রাজসভায় তোমার সম্পর্কে পরামর্শ হইতেছে, তোমাকে তাহারা হত্যা করিবে; তুমি এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাও। আমি তোমার মঙ্গলকামী; তোমাকে সব বলিয়া দিলাম।

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىْ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۔

অর্থ ঃ মূসা ঐ দেশ হইতে বাহির হইয়া ভয়-ভীতি ও ত্রাসের মধ্যে বিপদের আশঙ্কারত অবস্থায় দোয়া করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! জালেমদের হইতে আমাকে নাজাত দিন।

আর যখন মূসা "মাদইয়ান" এলাকার প্রতি পথ ধরিলেন তখন বলিলেন, আশা করি আমার প্রভু আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবেন।

"মাদইয়ান" এলাকার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য শোআয়ব আলাইহিস সালামের বিবরণে বর্ণিত

হইবে। এস্থানে শুধু এতটুকু বলা আবশ্যক যে, মিসর এলাকা, বিশেষতঃ যে এলাকায় তাহার রাজধানী তাহা সুয়েজ উপসাগরের পশ্চিম কূল হইতেও বেশ কিছু ব্যবধানে অবস্থিত। সুয়েজ উপসাগরের অপর পারে সাইনা উপত্যকা, তাহার পর আকাবা উপসাগর, তাহা পার হইয়া পূর্ব কূলে তাহার দক্ষিণ মাথা তথা লোহিত সাগর হইতে তাহার আরম্ভস্থল সংলগ্নে লোহিত সাগরের উপকূলীয় দক্ষিণ পূর্ব দিকের বিস্তীর্ণ এলাকাটিই "মাদইয়ান"।

সেকালে সুয়েজ খাল ছিল না, অতএব মিসর এলাকা হইতে পূর্ব দিকে ফিলিস্তীন, সিরিয়া, আরব ইত্যাদি এশিয়ার অঞ্চলে সরাসরি স্থল পথে আসা যাইত। মিসর হইতে পূর্ব দিকে সাইনা উপত্যকা অতিক্রম করিয়া ফেলিস্তীন এলাকায়, অতপর দক্ষিণ দিকে আকাবা উপসাগরের কূল বাহিয়া "মাদ্‌য়ানে" পৌঁছার জন্য স্থলপথের যোগাযোগ ছিল, কিন্তু এই সমস্ত এলাকা পর্বতময় মরু অঞ্চল; উক্ত পথ অতিক্রম করিতে অন্ততঃ প্রায় হাজার মাইল চলিতে হইত।

মূসা (আঃ) ঐ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া মাদইয়ানে পৌঁছিলেন। তখন তথায় শোআয়ব (আঃ) নবী ছিলেন। পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত একটি বিশেষ ঘটনা সূত্রে মূসা (আঃ) হযরত শোআয়বের নিকট পৌঁছিলেন এবং তথায় তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইল। হযরত শোআয়বের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহও হইল এবং দীর্ঘ দশ বৎসর তথায় রহিলেন। উক্ত ঘটনা পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় এইরূপ–

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۔ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۔ قَالَتَا لَانَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۔ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ۔

অর্থ ঃ মূসা (আঃ) মাদইয়ানে একটি কূপের নিকট পৌঁছিয়া দেখিলেন, একদল লোক কূপের পানি পশুপালকে পান করাইতেছে; আর দুইটি রমণী নিজের পশু থামাইয়া রাখিতেছে। মূসা রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ব্যাপার কি? তাহারা বলিল, আমরা পানি পান করাইতে (কূপে) যাই না যাবত রাখালরা চলিয়া না যায়। আর (আমাদের কূপে আসার হেতু) আমাদের পিতা বৃদ্ধ।

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ۔

অর্থ ঃ মূসা (আঃ) (ইহা শুনিয়া) নিজে তাহাদের পশু পালকে পানি পান করাইলেন অতঃপর গাছের ছায়ায় আসিয়া আল্লাহর হুজুরে বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে যাহা দান কর– আমার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়া দাও আমি তাহার প্রত্যাশী।

فَجَاءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ۔ قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۔ فَلَمَّا جَاءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۔ قَالَتْ اِحْدٰهُمَا يٰاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۔ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ ۔

অর্থ ঃ ইতিমধ্যেই উক্ত রমণীদ্বয়ের একজন লজ্জা-শরমে ভারাক্রান্ত অবস্থায় মূসার নিকট আসিয়া বলিল, আপনাকে আমার পিতা ডাকিতেছেন; আপনি আমাদের পশুপালকে পানি পান করাইয়াছেন তাহার প্রতিদান দেওয়ার জন্য। সে মতে যখন মূসা রমণীর পিতার নিকট আসিলেন এবং (মিসর ও তথা হইতে পলায়নের) ঘটনা ব্যক্ত করিলেন তখন তিনি বলিলেন, তুমি নিশ্চিন্ত হও; ঐ জালেম দল হইতে নাজাত পাইয়াছ। (এখানে তাহাদের শাসন নাই। এই বৃদ্ধ ছিলেন হযরত শোআয়ব (আঃ)।

উক্ত রমণীদ্বয়ের একজন বলিল, হে পিতা! এই লোককে চাকুরীতে রাখুন; শক্তিমান বিশ্বাসী লোকই চাকুরীতে শ্রেয় (এই লোকটির উভয় গুণই আছে।

قَالَ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ ۔ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۔ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ۔ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۔

অর্থ ঃ শোআয়ব (আঃ) নবী; তিনি মূসাকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু প্রকাশ না করিয়া) তিনি বলিলেন, আমার ইচ্ছা– আমার কন্যাদ্বয়ের একটিকে তোমার বিবাহে প্রদান করা এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর আমার চাকুরী করিবে (তাহার আজুরা মহরানা গণ্য হইবে।) আর যদি দশ বৎসর পূর্ণ কর তবে তোমার উদারতা হইবে; তাহার জন্য আমি তোমার উপর চাপ প্রয়োগের ইচ্ছা রাখি না! ইনশাআল্লাহ আমাকে ন্যায়-নিষ্ঠা পাইবে।

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ۔

অর্থ ঃ মূসা বলিলেন, আচ্ছা– আমার ও আপনার মধ্যে এই কথাই সাব্যস্ত রহিল; নির্ধারিত দুইটা পরিমাণের যে কোনটাই আমি পূর্ণ করি আমার উপর তাহার অধিকের জন্য কোন চাপ দেওয়া হইবে না। আমার কথার উপর আল্লাহ সাক্ষী রহিলেন। (পারা– ২০)

হযরত মূসার মাদইয়ান ত্যাগ ও পথিমধ্যে নবুয়তপ্রাপ্তি

মূসা (আঃ) চাকুরীর মেয়াদ (দশ বৎসর) শেষ করিয়া শর্ত পুরা করিলেন; অতঃপর শ্বশুর শোআয়ব আলাইহিস সালামের অনুমতিপ্রাপ্তে স্ত্রীকে লইয়া নিজের আদি ভূমি সিরিয়া বা তৎকালীন বনী ইসরাঈল দেশ মিসর পানে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে যখন তিনি সুয়েজ খাল এলাকা ও আকাবা উপসাগরের মধ্যস্থ সাইনা উপত্যকা অঞ্চলে "তুর" পর্বতমালার এলাকাস্থ "তুয়া" নামক স্থানে মরূদ্যানে পৌঁছিলেন তখন এই ঘটনা ঘটিল যে, অত্যধিক শীতের কারণে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন, এদিকে রাত্রের অন্ধকারে রাস্তাও খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। এমতাবস্থায় হঠাৎ কিছু দূরে আগুনের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত একটি বস্তু দেখিতে পাইয়া তাহাকে আগুন বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন এবং সঙ্গীগণকে বলিলেন, তোমরা এ স্থানে অপেক্ষা কর; আমি ঐ অগ্নির স্থানে যাইয়া পথের খোঁজ নিয়া আসিব এবং কিছু অগ্নিও নিয়া আসি, যেন তোমরা তাহার তাপ লইয়া শীতের কষ্ট লাঘব করিতে পার। পরবর্তী বহুবচন শব্দ দ্বারা স্ত্রী ব্যতীত আরও সঙ্গী প্রমাণিত হয়।

যখন মূসা (আঃ) ঐ অগ্নির নিকটে আসিলেন তখন তথায় একটি বৃক্ষ হইতে এক মহান আহ্বান শুনিতে পাইলেন এবং স্নেহময় সম্ভাষণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার মনোনীত হওয়ার সনদ পাইয়া নবুয়ত প্রাপ্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফেরআউনের হেদায়াতের জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হওয়ারও আদিষ্ট হইলেন। মূসা (আঃ) নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারুনের জন্যও নবুয়তের দরখাস্ত করিলেন। আল্লাহ তাআলা দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন এবং হযরত হারুনকে সঙ্গে লইয়া ফেরআউনের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। এই বিবরণ পবিত্র কোরআনের তিন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে–

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَعَلِّىْٓ اٰتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۔

অর্থ ঃ অতপর যখন মূসা চাকুরীর মেয়াদ সমাপ্ত করিলেন এবং নিজ পরিবারবর্গ লইয়া যাত্রা করিলেন। তখন পথিমধ্যে তুর পর্বতের দিকে একটা আগুন দেখিলেন। নিজ পরিবারবর্গকে বলিলেন, তোমরা এ স্থানে অপেক্ষা কর। আমি একটু দূরে আগুন দেখিয়াছি; আমি তথায় যাইয়া তোমাদের জন্য হয়ত রাস্তার খবর আনিব অথবা এক খণ্ড অগ্নি-অঙ্গার; তোমরা তাহার তাপ লইতে পারিবে।

فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يٰمُوْسٰى اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ যখন মূসা (আঃ) ঐ অগ্নির স্থানে উপস্থিত হইলেন তখন মরূদ্যানের ডান দিকে বরকতপূর্ণ ভূখণ্ডস্থিত একটি বৃক্ষ হইতে ঘোষণা শুনিতে পাইলেন–"হে মূসা! নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি কর, আমি সারা জাহানের প্রভু পরওয়ারদেগার মহান আল্লাহ।"

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ـ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ـ يٰمُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ـ

অর্থ ঃ আর তোমাকে একটি মোজেযা দিতেছি; তোমার হাতের লাঠি মাটিতে ফেলিয়া দাও ত! (মাটিতে পড়িয়া তাহা ৮০ গজ লম্বা অজগর হইয়া দ্রুত ছুটাছুটি করিতে লাগিল।) যখন মূসা দেখিলেন, তাহা এত বড় হইয়াও সরু সর্পের ন্যায় দ্রুত ছুটাছুটি করে, তখন (মানবীয় স্বভাবে সর্পের ভয়ে) তিনি দৌড়িয়া সরিয়া পড়িলেন– পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়াও দেখিলেন না। (আহ্বান আসিল–) হে মূসা! সম্মুখে আসিয়া যাও, কোন ভয় করিও না, তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। (আরও বলিলেন–)

اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ـ وَاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ـ

অর্থ ঃ হে মূসা! তোমার হাত জামার ভিতরে বগলতলে প্রবেশ করাইয়া বাহির করিয়া আন; দেখিবে তাহা অতি উজ্জ্বল– (শ্বেত) রোগের কারণে নহে। হাতের পরিবর্তনে ভয় হইলে তাহার জন্য পুনঃ তুমি হাতকে বগলের সঙ্গে মিলাইও; দেখিবে, তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে। এই দুইটি মোজেযা তোমার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ দান করতঃ তোমাকে ফেরআউন ও তাহার পরিষদের প্রতি প্রেরণ করিতেছি; তাহারা নাফরমান জাতি হইয়াছে।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ـ وَاَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِىْٓ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ـ

অর্থ ঃ মূসা (আঃ) আরজ করিলেন, প্রভু! আমিফেরআউন গোষ্ঠীর একজন লোক হত্যা করিয়াছিলাম; আমার ভয় হয় তাহারা আমাকে (পাইলে) মারিয়া ফেলিবে। আমার ভ্রাতা "হারুন" আমার তুলনায় অধিক বাক-শক্তিমান, তাঁহাকে আমার সঙ্গে রসূলরূপে প্রেরণ করুন; তিনি আমার সমর্থন করিবে; ফলে আমার কথা জোরদার হইবে। আমার ভয় হয় তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে।

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا ـ بِاٰيٰتِنَآ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ বলিলেন, এখনই তোমার ভ্রাতার (নবুয়ত) দ্বারা তোমার শক্তি বৃদ্ধি করিব এবং তোমাদেরকে বিশেষ প্রভাব দান করিব; ফলে তাহারা (ক্ষতি করিতে) তোমাদের কাছেও ভিড়িতে পারিবে না। আমার প্রদত্ত (সত্যবাদিতার) নিদর্শন লইয়া তাহার নিকট যাও। তোমাদের এবং তোমাদের অনুসারীদেরই বিজয় হইবে। (পারা-২০ রুকু- ৭)

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖۤ اِنِّىْۤ اٰنَسْتُ نَارًا ـ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ـ

অর্থ ঃ স্মরণীয় ঘটনা- মূসা স্বীয় স্ত্রী ও সঙ্গীগণকে বলিলেন, আমি কিছু দূরে আগুন দেখিয়াছি (তোমরা স্থানে থাক), আমি তথা হইতে পথের খোঁজ নিয়া আসিব বা জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়া আসিব; তোমরা তাহার তাপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ ঃ যখন মূসা ঐ অগ্নির নিকটে আসিলেন, তখন তাঁহাকে সম্ভাষণ জানাইয়া বলা হইল, বরকতপূর্ণ হউক যাহারা এই অগ্নির (ন্যায় উজজ্বল নূরের ব্যবস্থারূপে তাহার) মধ্যে আছে (ফেরেশতা) এবং যে তাহার পার্শ্ববর্তী আছে (তথা মূসা)। অধিকন্ত (বলা হইল,) সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগার মহান আল্লাহ হইতেছেন পবিত্রতাময় মহামহিমান্বিত। (আর যাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সবই স্থূল বস্তু; এই সব মহান আল্লাহ নহেন, বরং তাঁহার কুদরতের লীলা মাত্র!)

يٰمُوْسٰۤى اِنَّهٗۤ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

হে মূসা! নিশ্চয় জানিও, আমি হইতেছি মহান আল্লাহ তাআলা প্রবল পরাক্রমশালী মহা প্রজ্ঞাময়।

وَاَلْقِ عَصَاكَ ـ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ـ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ـ اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ ـ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًۢا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ ঃ আর তোমার লাঠি মাটিতে ফেল ত। অতঃপর যখন তাহাকে (বড় অজগররূপে) সরু সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিলেন তখন তিনি ভয়ে সরিয়া পড়িলেন, পিছনে তাকাইলেনও না। আহ্বান আসিল, হে মূসা! ভয় পাইও না; আমার নিকট রসূলগণের ভয় পাওয়ার কারণ নাই। অবশ্য যে অন্যায় করে (সে ভীত হইতে পারে, কিন্তু) তৎপর খারাপের পরিবর্তে ভাল করিলে গোনাহের পরে তওবা করিলে তাহারও গোনাহ মাফ হইবে, ভয়-ভীতির কারণ থাকিবে না;) নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল দয়ালু।

وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ـ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ـ

অর্থ ঃ আর তুমি নিজ হাতকে জামার ভিতর বক্ষে প্রবেশ করাও, তাহা রোগ ব্যতিরেকে উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। এই দুইটিসহ নয়টি মোজেযা লইয়া ফেরআউন ও তাহার পরিবারবর্গের প্রতি যাও। তাহারা নাফরমান জাতিতে পরিণত হইয়াছে। (পারা-১০ রুকু- ১৬)

وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ـ اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّىْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ـ

অর্থ ঃ মূসার ঘটনা কি আপনি জানেন? যখন তিনি পথিমধ্যে দূর হইতে একটি আগুন রূপ বস্তু দেখিয়া নিজ পরিজনকে বলিলেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর; আমি দূরে একটা আগুন দেখিয়াছি; আশা করি তাহা হইতে কিছুটা অংশ তোমাদের জন্য নিয়া আসিব; অথবা তথায় আগুনের সন্ধান পাইব।

فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى ـ اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ـ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ـ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ـ

অর্থ ঃ মূসা ঐ আগুনের নিকটবর্তী আসিলে ঘোষণা শুনিলেন, নিশ্চয় আমি তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগার; তুমি পায়ের জুতাদ্বয় খুলিয়া ফেল; তুমি ত এক পবিত্র প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছ। আর শুন, আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, (রসূলরূপে), অতএব প্রেরিত অহী মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।

اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ـ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ فَتَرْدٰى ـ

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি হইতেছি আল্লাহ, আমি ব্যতীত মা'বুদ আর কেহই নাই, অতএব বন্দেগী একমাত্র আমারই করিবে এবং আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্য নিয়া "নামায" উত্তমরূপে আদায় করিবে। "কেয়ামত" নিশ্চয় আসিবে, আমি তাহার আগমন তারিখ গোপন রাখিতে ইচ্ছা করি। (নির্ধারিত সময় তাহা সংঘটিত হইবেই;) যেন প্রত্যেক ব্যক্তি কর্ম অনুসারে ফল লাভ করিতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি তাহা বিশ্বাস করে না এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে কেয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন হইতে কোন মতেই বিরত রাখিতে না পারে, অন্যথায় তুমি ধ্বংসের সম্মুখীন হইবে। আল্লাহ তাআলা আরও বলিলেন–

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ـ قَالَ هِىَ عَصَاىَ ـ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ وَلِىَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ـ

অর্থ ঃ হে মূসা! তোমার ডান হস্তের ঐ জিনিসটা কি? মূসা বলিলেন, তাহা আমার লাঠি; তাহার উপর আমি ভর করিয়া থাকি এবং তাহা দ্বারা আমার পালের জন্য বৃক্ষের পাতা পাড়িয়া থাকি; তাহা আরও অনেক কাজে আসে।

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ـ فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ـ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ـ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ বলিলেন, হে মূসা! লাঠিটা মাটিতে ফেল ত; মূসা তাহা মাটিতে ফেলিলেন; তৎক্ষণাৎ তাহা (৮০ গজ লম্বা) অজগর হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আল্লাহ তাআলা বলিলেন, ইহাকে ধরিয়া ফেল, ভয় পাইও না। এখনই তাহাকে প্রথম অবস্থায় ফিরাইয়া দিব।

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ـ لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ـ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ـ

অর্থ ঃ আল্লাহ আরও বলিলেন, নিজ হস্তকে বগলের সঙ্গে মিলিত কর; তাহা রোগ ব্যতিরেকে উজ্জ্বলরূপে

বাহির হইবে। ইহা আমার শক্তির ও তোমার সত্যতার দ্বিতীয় নিদর্শন। (সম্মুখ ঘটনাপ্রবাহে) আমার বৃহত্তম নিদর্শনের আরও কতকগুলি তোমাকে দেখাইবার ইচ্ছা রাখি। তুমি ফেরআউনের নিকট যাও; নিশ্চয় সে সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۔ وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِيْ ۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۔ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۔ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ هٰرُوْنَ اَخِيْ ۔ اشْدُدْ بِهٖ اَزْرِيْ ۔ وَاَشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِيْ ۔ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۔ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ۔ ... .

অর্থ ঃ মূসা দোয়া করিলেন, হে প্রভু! আমার সিনা খুলিয়া দাও (তোমার বাণী ভালরূপে বুঝিতে পারি, প্রচারে মনোবল পাই, ভয়-ভীতি না আসে)। আমার সব কাজ আমার জন্য সহজ করিয়া দাও; আমার মুখের জড়তা দূর করিয়া দাও যেন সকলে আমার কথা ভালরূপে বুঝিতে পারে। আর আমার আপন লোকদের হইতে আমার একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত কর– আমার ভ্রাতা হারুনকে মনোনীত কর; তাহার দ্বারা আমার বাহুবল বাড়াইয়া দাও– তাহাকেও আমার সঙ্গে আমার কর্তব্যে নিয়োগ কর; যেন আমরা উভয়ে তোমার পবিত্রতা প্রচার বেশী পরিমাণে করিতে পারি, তোমার যিকির বেশী করিতে পারি; তুমি আমাদের সব অবস্থা দেখিতেছ। আল্লাহ বলিলেন, হে মূসা! তোমার দরখাস্ত পুরা করিলাম।...

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ۔ اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ۔ اِذْهَبَا اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۔ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۔

অর্থ ঃ আর আমি তোমাকে গঠন করিয়াছি আমার নিজের (কাজের) জন্য; তুমি ও তোমার ভ্রাতা (তোমাদের সত্যতা প্রমাণে) আমার প্রদত্ত নিদর্শন মোজেযাগুলি লইয়া রওয়ানা হও; আমাকে স্মরণে রাখিতে অবহেলা করিও না। তোমরা যাও ফেরআউনের নিকট। নিশ্চয় সে সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তোমরা তাহাকে নম্রভাবে বুঝাও; হয় ত সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা পরিণামের ভয় করিবে।

قَالَا رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى

অর্থ ঃ উভয়ে আরজ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাদের আশঙ্কা হয় সে আমাদের আক্রমণ করিয়া বসে বা কোন অসঙ্গত কার্য করিয়া বসে। قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّنِيْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى ۔

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা বলিলেন, তোমরা ভয় পাইও না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি– সব (কথাবার্তা) শুনিতে থাকিব, (সব অবস্থা) দেখিতে থাকিব।

فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَا اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ۔ اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۔

অর্থ ঃ তোমরা উভয়ে ফেরআউনের নিকট পৌঁছিয়া তাহাকে এই বল যে, আমরা তোমার সৃষ্টিকর্তা রক্ষাকর্তা পালনকর্তা প্রভুর তরফ হইতে রসূলরূপে আসিয়াছি। বনী ইসরাঈলগণকে আমাদের সঙ্গে ছাড়িয়া দাও, তাহাদিগকে আর যাতনা দিও না। আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি তোমার প্রভুর তরফ হইতে

আমাদের সত্যতার প্রমাণ লইয়া স্মরণ রাখিও– যাহারা সত্যের অনুসরণ করিবে তাহাদের জন্যই শান্তি। আমাদিগকে অহী মারফত জ্ঞাত করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি সত্যকে মিথ্যা বলিবে এবং অস্বীকার করিবে নিশ্চয়, তাহাকে আযাব ভোগ করিতে হইবে।(সূরা ত্বোয়াহাঃ পারা– ১৬ রুকু– ১০, ১১)

ফেরআউনের নিকট হযরত মূসা ও হারুনের উপস্থিতি

আল্লাহ তাআলার আদেশনানুসারে মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) উভয়ে ফেরআউনের নিকট আল্লাহর আদেশ পৌছাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ফেরআউন ত হযরত মূসার মুখে নবুয়তের দাবী শুনিয়াই অবাক হইয়া গেল যে, কিছু দিন পূর্বে তুমি আমাদের লালন পালনে ছিলে; খুনের অপরাধী হইয়া পলাইয়া গিয়াছিলে। এখন বলিতেছ– তুমি নবী হইয়াছ! এইরূপে ফেরআউন প্রতিবাদ করতঃ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। আর মূসা (আঃ) যে তাহাকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের আহ্বান জানাইতে ছিলেন তাহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং হযরত মূসাকে তাঁহার সত্যতার প্রমাণ দেখাইতে বলিল। মূসা (আঃ) তাঁহার লাঠী এবং হাতের মোজেযা দেখাইলেন। ফেরআউন ও তাহার পরিষদমণ্ডলী ঐ সব মোজেযাকে "যাদু" সাব্যস্ত করিল এবং দেশের বড় বড় জাদুকরদের দ্বারা হযরত মূসার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে প্রস্তুত হইল। পবিত্র কোরআনে বহু স্থানে উক্ত ঘটনা বর্ণিত আছে; কতিপয় উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّىْ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۔ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۔

অর্থ ঃ মূসা (আঃ) যখন আমার প্রদত্ত সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ লইয়াফেরআউন গোষ্ঠীর নিকট পৌছিলেন তখন তাহারা বলিল, এই সব ত জালিয়াতি যাদু ভিন্ন কিছু নহে। (আল্লাহ আছেন, তিনি নবী পাঠান, মোজেযা প্রদান করেন–) এইসব কথা ত আমাদের চৌদ্দ পুরুষের মধ্যেও শুনি নাই। মূসা (আঃ) বলিলেন, আমার পরওয়ারদেগার ভালরূপে জানেন কে তাঁহার নিকট হইতে সত্য দ্বীন নিয়া আসিয়াছে এবং কে পরিণামে সাফল্য লাভ করিবে! ইহা ধ্রুব সত্য যে, পরিণামে স্বৈরাচারীরা সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ ۔ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۔

অর্থ ঃ ফেরআউন তাহার পরিষদকে বলিল, আমি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ আছে ইহা আমি ধারণাও করি না। অতপর সে লোকদিগকে প্রভাবান্বিত করার উদ্দেশে বিদ্রূপ করিয়া উজীর) হামানকে বলিল, আগুনে পুড়িয়া পাকা–পোক্ত ইট তৈয়ার কর তদ্দ্বারা উঁচু বালাখানা (মানমন্দির) তৈয়ার কর; তাহার উপর উঠিয়া আমি দেখিব, মূসার খোদার খোঁজ পাই নাকি। আমার ত বিশ্বাস, মূসা মিথ্যাবাদীদের একজন।

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ۔

অর্থ ঃ ফেরআউন এবং তাহার লোক-লস্করেরা দুনিয়ার মধ্যে মিছামিছি আত্মগর্বে ফুলিয়াছিল; তাহাদের ধারণা বিশ্বাস এই ছিল যে, তাহাদের আমার নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবে না।

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ ۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۔ وَجَعَلْنٰهُمْ

اَئِمَّةً يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ـ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَايُنْصَرُوْنَ ـ وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ـ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ـ

পরিণামে আমি ফেরআউন ও তাহার লোক-লস্করকে পাকড়াও করিলাম এবং দরিয়ায় ডুবাইয়া দিলাম। চিন্তা কর স্বৈরাচারীদের পরিণাম কি ঘটিয়াছিল। আর আমি তাহাদিগকে সরদার বানাইয়াছিলাম; তাহারা লোকদিগকে দোযখের দিকে পরিচালিত করিত, তাই কেয়ামতের দিন তাহারা কোন সাহায্যকারী পাইবে না। শুধু তাই নহে- এই দুনিয়াতেই আমি তাহাদের পিঠে লা'নতের ছাপ লাগাইয়া দিয়াছি, আর কেয়ামতের দিন তাহাদের যে দুরবস্থা হইবে তাহা ত আছেই। (পারা- ২০ রুকু-৭)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ـ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا اِنْ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ـ

(পূর্বোল্লিখিত রসূলগণের) পরে আমি মূসা ও হারুনকে পাঠাইলাম আমার পক্ষ হইতে তাঁহাদের সত্যতার কতিপয় নিদর্শন দিয়া (বিশেষরূপে) ফেরআউন ও তাহার পরিষদবর্গের প্রতি। কিন্তু তাহারা গোঁড়ামি করিল, বস্তুতঃ তাহারা ছিলই অপরাধ পরায়ণ দল। যখন আমার পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট সত্য উদ্ভাসিত হইল তখনও তাহারা বলিল, ইহা ত স্পষ্ট যাদু।

قَالَ مُوْسٰى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ اَسِحْرٌ هٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, সত্য তোমাদের নিকট উদ্ভাসিত হওয়ার পরও তোমরা তাহা সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য কর? যাদু কি এরূপ হয়? কোন যাদুকর (নবুয়তের দাবী করিয়া কোন যাদুর মধ্যে) কৃতকার্য হইতে পারে না।

قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِى الْاَرْضِ ـ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

তাহারা বলিল, তুমি কি আমাদের নিকট আসিয়াছ আমাদিগকে ঐ ধর্ম হইতে হটাইবার জন্য, যে ধর্ম মতের উপর আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষগণকে পাইয়াছি; আর এই জন্য যে, দেশের মধ্যে তোমাদের দুই জনের সরদারী কায়েম হউক? আমরা তোমাদিগকে কস্মিনকালেও বিশ্বাস করিব না।

(সূরা ইউনুছঃ পারা-১১ রুকু-১৩)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

তারপর আমি পাঠাইলাম মূসাকে আমার প্রদত্ত প্রমাণাদি দিয়া ফেরআউন ও তাহার সরদারদের প্রতি। তাহারা ঐসব প্রমাণের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিল (তাহা উপেক্ষা করিল)। ফলে সেই ফাসাদকারীদের পরিণাম কি ঘটিয়াছিল তাহা তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখ।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ حَقِيْقٌ عَلٰى اَنْ لَّا اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, হে ফেরআউন! আমি সারা জাহানের প্রভুর পক্ষ হইতে রসূল নিয়োজিত হইয়াছি। আমার কর্তব্য– আমি আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে সত্য বৈ আর কিছু বলিব না। আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি, আমি তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আমার সত্যতা প্রমাণের নিদর্শন নিয়া আসিয়াছি। অতএব বনী ইসরাঈলগণকে আমার সঙ্গে ছাড়িয়া দাও।

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

ফেরআউন বলিল, তুমি যদি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক তবে তাহা প্রকাশ কর যদি তুমি সত্যবাদী হও।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ـ وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ـ

সেমতে মূসা স্বীয় লাঠি ফেলিয়া দিলেন; তৎক্ষণাৎ তাহা স্পষ্টতঃ (৮০ গজ লম্বা) অজগর হইয়া গেল। এতদ্ভিন্ন মূসা নিজ হস্ত বগলের নীচ হইতে বাহির করিলে তাহা সমস্ত দর্শকদের সমক্ষে উজ্জ্বল ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল।

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ـ يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ـ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ـ

ফেরআউন গোষ্ঠীল সাহেব-সরদাররা তাহাদের সর্বসাধারণকে বুঝাইল যে, নিশ্চয় এই ব্যক্তি বড় বিজ্ঞ যাদুকর; সে তোমাদিগকে দেশান্তর করিতে চায়, সুতরাং তোমাদের পরামর্শ কি?

قَالُوْا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ ـ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ـ

তাহারা সকলে মিলিয়া ফেরআউনকে পরামর্শ দিল যে, মূসা ও তাহার ভ্রাতাকে এখনকার মত অবকাশ দেওয়া হউক, আর নগরে নগরে লোক সংগ্রহকারীদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হউক; তাহারা সমস্ত বিজ্ঞ যাদুকরগণকে নিয়া আসিবে। (পারা– ৯; রুকু– ৩)

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى ـ قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ـ

ফেরাউন বলিল, হে মূসা! তোমরা যে প্রভুর কথা বল সেই প্রভু কে? মূসা বলিলেন, সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুকে উহার আকার-আকৃতিতে রূপায়িত করিয়াছেন, অতঃপর প্রত্যেককে তাহার উপযোগী খাদ্য-খাদক, কাজ-কর্ম, চাল্-চলন ইত্যাদির প্রতি স্বতঃপ্রবৃত্তরূপে পরিচালিত করিয়াছেন যিনি, তিনিই আমাদের প্রভু।

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ـ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتٰبٍ ـ لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسٰى ـ اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ـ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ـ كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ـ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ـ

ফেরআউন (প্রভু হওয়ার দাবীদার; মূসার মুখে সে বাস্তব প্রভুর পরিচয় ও গুণাগুণ শুনিয়া ভয় পাইল যে, এই পরিচয়ে ত আমার দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে, তাই ঐ আলোচনা এড়াইবার উদ্দেশে অন্য প্রশ্ন তুলিয়া) বলিল, পূর্ব যুগের লোকদের অবস্থা কি হইবে? (অনেকে ত "প্রভু" অস্বীকার করিত। মূসা (আঃ) এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপ করতঃ বাস্তব প্রভুর আরও গুণাবলী উল্লেখ করিলেন যেন ফেরআউনের দাবীর অসারতা

অসারতা সুস্পষ্ট হয়। মূসা (আঃ) বলিলেন, পূর্ব যুগীয় লোকদের সংবাদ আমার প্রভুর নিকট লিখিত রহিয়াছে; আমার প্রভু তাহা হইতে অজ্ঞ নহেন, তিনি তাহা ভুলিবেনও না। (প্রভুর আরও গুণাবলী শুন,) তিনি তোমাদের বসবাসের জন্য যমীনকে বিছানার ন্যায় করিয়াছেন, তাহার মধ্যে চলাফেরার জন্য বিভিন্ন পথ বানাইয়া দিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন। (আল্লাহ বলেন সেই পানি দ্বারা আমি বিভিন্ন শ্রেণীর বহু রকম উদ্ভিদ মাটি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছি; তোমরা তাহা খাও, তোমাদের পশু পালকেও তাহাতে চরাও। নিশ্চয় এই সমস্তের মধ্যে (প্রভুর পরিচয়ের) বহু নিদর্শন রহিয়াছে জ্ঞানবানদের জন্য। (আল্লাহ আরও বলেন,) আমি এই যমীন হইতে তোমাদিগকেও সৃষ্টি করিয়াছি (যমীনের উদ্ভিদ হইতে খাদ্য, তাহা খাইয়া রক্ত, রক্ত হইতে বীর্য, বীর্য দ্বারা মানব দেহ সৃষ্ট) এবং এই যমীনের মধ্যেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনিব এবং ইহা হইতে পুনঃ তোমাদিগকে বাহির করিব। (যেমন বীজ যমীনই জন্মে, আবার যমীনেই ফিরিয়া আসিয়া পুনঃ জন্মে।)

وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ۔ قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ۔ فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۔

আমি (মূসার মাধ্যমে আমার পরিচয়ের) সব রকম নিদর্শনই ফেরআউনকে দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু সে অমান্য করিল। সে বলিল, হে মূসা! তুমি যাদুর দ্বারা আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে তাড়াইতে আসিয়াছ? আমরাও তোমার বিরুদ্ধে অনুরূপ যাদুর ব্যবস্থা করিতেছি। অতএব উভয়ের মধ্যে সময় নির্ধারিত কর; আমরা বা তুমি– কেহই তাহার ব্যতিক্রম করিবে না, ঐ সময়ে উভয় পক্ষ মাঝামাঝি এক স্থানে সমবেত হইবে।

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى

মূসা (আঃ) বলিলেন, তোমাদের উৎসব দিবস নির্ধারিত রহিল, বেলা এক প্রহরে সস্ত লোক সমবেত হইবে। فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى

ফেরাউন চলিয়া গেল এবং নিজের ফন্দিফিকির সম্পন্ন করিয়া নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল।

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ۔

মূসা (আঃ) উপস্থিত সকলকে উপদেশ দানে বলিলেন, তোমাদের ভয়াবহ অবস্থা হইবে; তোমরা (আল্লাহ প্রদত্ত মোজেযাকে 'যাদু' বলিয়া) আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করিও না; অন্যথায় তিনি তোমাদিগকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিবেন। মিথ্যা প্রবঞ্চনাকারী ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

فَتَنَازَعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ـ

উপদেশের ফলে লোকদের মধ্যে (মূসা সম্পর্কে) মতভেদ সৃষ্টি হইল এবং গোপনে সলা-পরামর্শ চলিল।

قَالُوْا اِنَّ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ـ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ـ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ـ

তাহারা বলিল, মূসা ও হারুন- তাহারা দুইজন যাদুকর তোমাদিগকে যাদুর জোরে তোমাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া তোমাদের সুশৃঙ্খল ধর্মমত নষ্ট করিয়া দিতে চায়, অতএব তোমরা সমবেতভাবে সকল প্রকার তয়-তদবীর লইয়া প্রতিরোধের জন্য সারিবদ্ধ হইয়া একতাবদ্ধতার সহিত উপস্থিত হইবে।

(সূরা ত্বোয়া-হা ঃ পারা- ২৬ রুকু-১২)

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوسٰى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلَا يَتَّقُوْنَ ـ

আরও একটি স্মরণীয় ঘটনা-যখন তোমার পরওয়ারদেগার মূসাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি একটি স্বরাচারী জাতি তথা ফেরআউন জাতির নিকট যাও; তাহারা কি সংযত হইবে না?

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ـ وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ـ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, আমার ভয় হয়, (আমি একা হইলে) তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। আমার মধ্যে ত সঙ্কোচবোধ আছেই, তদুপরি আমার মুখও চালু নহে- মুখে তোতলামি আছে, অতএব (আমার ভ্রাতা) হারুনকেও নবুয়ত দান করুন। তদুপরি আমার উপর তাহাদের একটি (খুনের) অপরাধের দাবী আছে। আমার ভয় হয়, তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

قَالَ كَلَّا ـ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ـ فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَا اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ ـ

আল্লাহ বলেন, না না – কিছুই করিতে পারিবে না, তোমরা আমার প্রদত্ত দলীল-প্রমাণ, আদেশাবলী লইয়া যাত্রা কর, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; সব শুনিতে থাকিব। তোমরা ফেরআউনের নিকট যাও এবং বল, আমরা সারা জাহানের প্রভুর রসূল; প্রভুর আদেশ- তুমি বনী ইসরাঈলগণকে আমাদের সঙ্গে ছাড়িয়া দাও।

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ـ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ـ

(মূসা (আঃ) ফেরআউনকে নবুয়তের দাবী জানাইলেন,) ফেরআউন বলিল, আমরা ত তোমাকে শিশুকাল হইতে লালন-পালন করিয়াছি এবং আমাদের মধ্যে তুমি নিজ বয়সের অনেক বৎসর কাটাইয়াছ, তারপর তুমি একটা জঘন্য কাজ করিয়াছিলে (এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে), তুমি ত বড়ই অকৃতজ্ঞ।

قَالَ فَعَلْتُهَا اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ـ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, ঐ কাজ করিয়াছি– তখন তাহা আমার অসর্কতায় সংঘটিত হইয়াছিল। অতঃপর তোমাদের ভয়ে তোমাদের হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম। পরে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে বিশেষ জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং আমাকে রসূলরূপে নির্ধারিত করিয়াছেন।

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ ـ

আর (লালন-পালন করার) যে উপকার আমার প্রতি দেখাইতেছ– তাহা তোমারই কারণে ছিল যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাস বানাইয়া রাখিয়াছিলে। (তাহাদের ছেলে সন্তান তুমি মারিয়া ফেলিতে, তাহারই দরুন দীর্ঘ ঘটনার জেরে তোমার গৃহে আমি পৌছিয়াছিলাম।)

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ـ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ـ اِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ ـ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ـ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ـ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ـ

ফেরাউন বলিল, (তোমাদে উল্লেখ্য) সারা জাহানের পরওয়ারদেগারের পরিচয় কি? মূসা বলিলেন, সমস্ত আসমান, যমিনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা যিনি, তিনিই সারা জাহানের পরওয়ারদেগার; যদি বিশ্বাস কর (তবে এই পরিচয়ই যথেষ্ট)। ফেরআউন দরবাস্থিত সকলকে বলিল, তোমরা শুনিতেছ কি? (আমি ভিন্ন অন্য প্রভু আছে!) মূসা আরও বলিলেন, তোমাদের সকলের এবং তোমাদের বাপ-দাদার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা (–তিনিই সারা জাহানের প্রভু)। ফেরআউন বলিল, তোমাদের এই (দাবীদার) রসূল যে (স্বীয় দাবী মতে) তোমাদের প্রতি প্রেরিত, নিশ্চয় পাগল। (নতুবা আমাদের বাপ-দাদা তুলিয়া কথা বলিতে ভয় পাইত।)

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ـ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, (যিনি আমার প্রভু) তিনি চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্ত, উদয়-অস্তের কাল ও স্থান এবং সমগ্র পৃথিবীর প্রভু।* বিবেক-বুদ্ধি থাকিলে ইহাতে প্রভুকে চিনিতে পারিবে।

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ـ

(প্রভুর গুণ ও পরিচয় শ্রবণে প্রভুত্বের দাবীদারফেরআউন নিরুত্তর দিশাহারার ন্যায় হুমকিদানে বলিল,) যদি তুমি আমি ভিন্ন অন্য মা'বুদ গ্রহণ কর তবে নিশ্চয় তোমাকে কারারুদ্ধ করিবে।

قَالَ اَوَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ـ قَالَ فَاْتِ بِهٖ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, আমি যদি (সত্যতার) স্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারি তবুও (কারাভোগ)? ফেরআউন বলেল, সত্যবাদী হইলে প্রমাণ কর।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ـ وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ـ

মূসা (আঃ) স্বীয় লাঠি মাটিতে ফেলিলেন, তাহা স্পষ্ট অজগর হইয়া গেল। আর তিনি নিজ হস্ত বগলের তলদেশ হইতে বাহির করিলে তাহা দর্শকদের সম্মুখে ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল।

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ـ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ـ

ফেরাউন তাহার পরিষদকে বলিল, নিশ্চয় এই ব্যক্তি বিজ্ঞ যাদুকর; তাহার ইচ্ছা– যাদুর জোরে

* অর্থাৎ সমগ্র সৌরজগত যাহা লক্ষ লক্ষ বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত– এই সব বস্তু বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন পর্যায়ে রহিয়াছে; বিভিন্ন গতিতে চলিতেছে। সেই সবের গতিবিধি এবং তাহার বর্তমান শৃঙ্খলা ইত্যাদি সব কিছু তাঁহার প্রভুত্বের অধীন। আছে কি আর কেহ যে, এই সবের মধ্যে বিন্দুমাত্র অধিকার খাটায়? ইহা অতি উজ্জ্বল ও অকাট্য পরিচয় বাস্তব প্রভুর। তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি থাকিলে এই সূত্রে প্রভুকে সহজে চিনিতে পারিবে।

তোমাদেরকে দেশান্তরিত করিবে; তোমরা (তাহার সম্পর্কে) কি পরামর্শ দাও?

قَالُوْا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ ـ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ـ

পরিষদ বলিল, তাঁহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে এখন অবকাশ দিন এবং নগরে নগরে সংগ্রহকারী লোক পাঠাইয়া দিন, তাহারা প্রত্যেক বিজ্ঞ যাদুকরকে আপনার নিকট উপস্থিত করিবে।

(সূরা শোয়ারাঃ পারা– ১৯; রুকু– ৬/৭)

হযরত মূসা ও যাদুকরদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ফেরআউনের লোক-লস্কর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বড় বড় বিজ্ঞ যাদুকর সংগ্রহ করিল। সেই যুগও ছিল যাদুবিদ্যার উন্নতির সেরা যুগ। সমবেত প্রচেষ্টায় একদল সেরা যাদুকর ফেরআউনের দরবারে সংগৃহীত হইল। যাদুকরগণ জয়ী হইতে পারিলেফেরআউন তাহাদিগকে প্রচুর পুরষ্কার দিবে– সে সম্পর্কে কথাবার্তা বলিয়া সময়মত নির্দিষ্ট স্থানে যাদুকরগণ উপস্থিত হইল। তাহারা হযরত মূসাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আপনার লাঠি প্রথমে ফেলিবেন, না আমাদেরটা প্রথমে ফেলিবে? মূসা (আঃ) বলিলেন, তোমরাই প্রথম ফেল। তাহারা নিজেদের কতিপয় লাঠি ও দড়ি মাটিতে ফেলিল এবং যাদুর দ্বারা লোকদের নজরবন্দি করিয়া দিল; ফলে উপস্থিত লক্ষ লক্ষ লোকদের চক্ষে এইরূপ দেখাইতেছিল যেন ঐ লাঠি ও রশিগুলি সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছে। এইরূপে তাহারা এক মস্ত বড় যাদুর অবতারণা করিল।

মূসা (আঃ) সব কিছুই উপলব্ধি করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি এই ভয় করিলেন যে, যাদুকররা দর্শকদের নজরবন্দি করিয়া যাহা দেখাইল আমার মোজেযাও ত সেই শ্রেণীরই, এমতাবস্থায় দর্শকদের নজরে হক ও না হক মোজেযা এবং যাদুর পার্থক্য উদ্ভাসিত হইবে কিনা? আল্লাহ তাআলা হযরত মূসার নিকট অহী পাঠাইলেন, আপনি কোন প্রকার আশঙ্কা না করিয়া আপনার লাঠি মাটিতে ফেলিয়া দিন। মূসা (আঃ) স্বীয় লাঠি মাটিতে ফেলিয়া দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাহা এক অজগর হইয়া যাদুকরগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সব কিছুকে গিলিয়া ফেলিল।

অবস্থাদৃষ্টে প্রতিদ্বন্দ্বি যাদুকররা সর্বাধিক প্রভাবান্বিত হইল। তাহারা যাদুর বাস্তব অবস্থা ও তাহার শক্তি-সীমা ইত্যাদি ভালরূপে জানিত। সুতরাং তাহারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিল যে, মূসা (আঃ) যাহা দেখাইলেন তাহা যাদু নহে, অলৌকিক শক্তি, নতুবা তাহা বাস্তব অজগরে পরিণত হইয়া আমাদের যাদুর বস্তুসমূহ খাইয়া ফেলিতে পারিত না। অধিক এই হইত যে, তাঁহার লাঠিও আমাদের লাঠিগুলির ন্যায় বা তাহা অপেক্ষা বড় আকারের সাপের মত দেখাইত; বাস্তব সাপে পরিণত হইত না, যদ্দরুন তাহা আমাদের যাদুকে ভক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। যাদুর দ্বারা কোন বস্তুর প্রকৃত পরিবর্তন ঘটে না, শুধুমাত্র দর্শকের নজরে একটি বস্তুর উপর অপর বস্তুর আকার ও রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহা নজরবন্দির কারণে তাহা হইয়া– প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা দৃষ্ট রূপের বস্তুতে পরিণত হয় না। যেমন আলোচ্য ঘটনায় যাদুকরদের লাঠি ও দড়িগুলি আগে পরে সব সময় প্রকৃত প্রস্তাবে নির্জীব লাঠি ও দড়িই রহিয়াছে, অবশ্য নজরবন্দীর দরুন কিছু সময়ের জন্য দর্শকদের চোখে ঐগুলির উপর সাপের আকৃতি ও রূপ ও দৃষ্ট হইয়াছিল মাত্র, ঐগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে সাপ হইয়াছিল না। পক্ষান্তরে হযরত মূসার নির্জীব লাঠি বিশেষ সময়ের জন্য হইলেও জীবন্ত অজগরে পরিণত হইয়াছিল। সেমতে তাহার পক্ষে যাদুকরদের বস্তুসমূহ গলাধঃ করা সম্ভব হইয়াছিল এবং ইহা যে, নজরবন্দী বা ভোজবাজি ছিল না, তাহা যাদুকরগণ নিজেদের বিজ্ঞতার দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করিতেছিল ফলে তৎক্ষণাৎ সর্বসমক্ষে ঐ প্রতিদ্বন্দি যাদুকরগণ খাঁটি ঈমান গ্রহণের ঘোসনা পূর্বক প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে নিজেকে নিবেদিত করিয়া দিবার নিদর্শনস্বরূপ সেজদায় পড়িয়া গেল। উক্ত ঘটনার বিবরণ নিম্নের আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে–

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ـ

যাদুকররা বলিল, হে মূসা! প্রথমে আপনি লাঠি ফেলিবেন, না– আমরা প্রথমে ফেলিব?

قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ـ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ـ

মূসা (আঃ) বলিলেন, বরং তোমরাই ফেল। তখন তাহাদের নিক্ষিপ্ত দড়ি এবং লাঠিগুলি যাদুর বলে

(দর্শকদের, এমনকি) মূসা (আঃ)-এর দৃষ্টিতেও দেখাইতেছিল যেন ঐগুলি (সাপের ন্যায়) ছুটাছুটি করিতেছে।

فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ۔ وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۔ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ۔

মূসা (আঃ) মনে আশঙ্কা বোধ করিলেন; (ইহা ভেলকিবাজী, কিন্তু দেখিতে আমার মোজেযার অনুরূপই; দর্শকরা পার্থক্য করিতে পারিবে কি? আল্লাহ বলেন,) আমি মূসাকে বলিলাম, ভয় পাইবেন না; নিশ্চয় আপনিই হইবেন জয়ী। আপনার ডান হস্তের বস্তুটা মাটিতে ফেলুন; তাহা যাদুকরদের গর্হিত সব কিছু গিলিয়া ফেলিবে। তাহারা যাহা বানাইয়াছে তাহা শুধু যাদুকরের ভেলকিবাজি। যাদুকর (মোজেযার সম্মুখে) আসিয়া কখনও জয়ী হয় না। (সূরা ত্বোয়া-হাঃ পারা– ১৬; রুকু– ১২)

فَجَمَعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۔ وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ۔ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۔

যাদুকর দলকে নির্দিষ্ট দিনটিতে একত্র করা হইল এবং লোকদের মধ্যে ঢোল-শোহত করা হইল যে, তোমরা সকলে অবশ্য অবশ্য একত্রিত হইবে। যদি যাদুকর দল জয়ী হয় তবে আমরা সকলে তাহাদের তরীকা তথা ফেরআউনের প্রভুত্ব স্বীকারের উপরই থাকিব।

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ۔

যাদুকর দল যখন ফেরআউনের নিকট উপস্থিত হইল তখন তাহারা ফেরআউনকে বলিল, আমরা কি বড় পুরস্কার লাভ করিব, যদি আমরা জয়ী হইতে পারি?

قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۔

ফেরাউন বলিল নিশ্চয়, অধিকন্তু তোমরা রাজদরবারে নৈকট্য লাভকারীদের মধ্যে গণ্য হইবে।

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى اَلْقُوْا مَا اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ۔

(মূসা (আঃ) ও যাদুকর উভয় পক্ষ ময়দানে আসিলে) মূসা (আঃ) যাদুকর দলকে বলিলেন, ফেল যাহা কিছু তোমাদের ফেলিবার আছে।

فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ۔ قَالَ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۔

যাদুকর দল তাহাদের দড়ি ও লাঠিগুলি মাটিতে ফেলিল এবং ফেরআউনের জয়ধ্বনি করিয়া বলিল নিশ্চয় আমরাই জয়ী হইব। অতঃপর মূসা (আঃ) স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করিলেন, তৎক্ষণাৎ আচম্বিত তাহা (বড় অজগর হইয়া) যাদুকরদের বানোয়াট বস্তুগুলি গিলিয়া ফেলিল। (পারা– ১৯; রুকু– ৭)

وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ۔ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۔

যাদুকর দল ফেরআউনের দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিল, যদি আমরা জয়ী হইতে পারি তবে আমরা নিশ্চয় বড় পুরস্কার লাভ করিব ত?ফেরআউন বলিল– হ্যাঁ, তদুপরি তোমরা রাজদরবারে বিশেষ নৈকট্যের অধিকারী হইবে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ـ فَاَلْقَوْا فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ـ

যাদুকরগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মূসা। আপনি ফেলিবেন, না আমরা ফেলিব? মূসা (আঃ) বলিলেন, তোমরাই ফেল। যাদুকররা যখন (লাঠি ও দড়ি) ফেলিল তখন তাহারা (যাদুর দ্বারা) দর্শকদের চোখে ভেলকি লাগইয়া দিল এবং যাদুর চাপে তাহাদের ভীত করিয়া দিল, (ফলে লাঠি ও দড়ি দর্শকদের চোখে সাপের ন্যায় দেখাইল*) যাদুকররা একটা বড় রকমের যাদু উপস্থিত করিল।

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ـ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ـ

আর আমি মূসার নিকট ওহী পাঠাইলাম, আপনি স্বীয় লাঠি ফেলুন; তৎক্ষণাৎ তাহা বড় অজগর হইয়া যাদুকরদের বানোয়াট বস্তুসমূহকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল এবং তাহাদের বানাওটির অবসান ঘটিল। পরিণামে ফেরআউনগোষ্ঠী উপস্থিত ক্ষেত্রেই পরাজিত হইল এবং অপমানিত হইল। (সূরা আ'রাফঃ পারা-৯; রুকু-৪)

যাদুকরগণের ঈমান ও ফেরআউনের ভীতির উত্তর

যাদুকররা হযরত মূসার মোজেযা দেখিয়া সহজেই তাঁহার সত্যতা উপলব্ধি করিল; তৎক্ষণৎ সর্ব সমক্ষে খাঁটি ঈমানের ঘোষণাদানপূর্বক সেজদায় পড়িয়া গেল।ফেরআউন তাহাদের প্রতি ভীষণ চটিয়া গেল। সে বলিল, মনে হয় তোমরাও মূসার দলেরই; মূসা ওস্তাদ, তোমরা শার্গেদ। সকলে মিলিয়া এই ফন্দি করিয়াছ যে, প্রথমে একজন আসিয়াছ, অতঃপর অবশিষ্টরা আসিয়া সর্ব সমক্ষে পরাজয় বরণে নিজেদের দলেরই বিজয় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পাইয়াছ। আমি তোমাদিগকে এই কার্যের সমুচিত শাস্তি দিতেছি- আমি তোমাদেরকে শূলদণ্ড দিব, বুঝিতে পারিবে কিরূপ মজা লাগে!

ফেরআউনের ভীতি প্রদর্শনের উত্তরে যাদুকরগণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় শোনাই উত্তম। নিম্নের আয়াতসমূহের যুগান্তকারী উত্তর লক্ষ্য করুন-

فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ـ

তৎক্ষণাৎ যাদুকর দল সেজদায় পড়িল এবং ঘোষণা করিল, আমরা মূসা ও হারুনের (বর্ণিত) প্রভু পরওয়ারদেগারের উপর ঈমান আনিলাম।

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ـ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ـ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ـ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ـ

ফেরআউন (ভীষণ চটিয়া গিয়া) বলিল, তোমরা মূসার প্রতি ঈমান আনিলে- আমার অনুমতির পূর্বেই? (মনে হয়-) নিশ্চয় মূসা তোমাদেরই প্রধান, সে-ই তোমাদের যাদুবিদ্যার ওস্তাদ (তোমরা একই দল) সুতরাং আমি তোমাদের এক দিকের হাত অপর দিকের পা কাটিয়া শাস্তি দিব এবং তোমাদিগকে শূলে

* যাদুর শক্তি এতটুকুই- ভেলকিবাজি, নজরবন্দী এবং মানসিক চাপ প্রয়োগের দ্বারা এক বস্তুকে অন্য বস্তুর ন্যায় দেখাইতে পারে মাত্র। ইহা কোন বড় কথা নহে- মানুষ সাধারণতঃ বায়রোগ, মস্তিষ্কের শুষ্কতা ইত্যাদির চাপেও নানা রকম বস্তু বা রং চোখে দেখিতে পায়, যাহা বাস্তবে মোটেই নাই।

চড়াইয়া হত্যা করিব। (তোমাদের প্রভুর আর আমার মধ্যে) কে অধিক কঠোর ও স্থায়ী শাস্তি দিতে পারে তাহা জানিতে পারিবে!

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ ۚ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۔

তাঁহারা ফেরআউনকে উত্তর দিলেন, আমাদের নিকট (মূসার সত্যতার) যেসব সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে ঐ সবের উপর এবং আমাদিগকে যিনি পয়দা করিয়াছেন তাঁহার উপর তোমাকে প্রাধান্য দিতে আমরা আদৌ প্রস্তুত নহি; অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা করিয়া ফেলিতে পার তুমি ত শুধুমাত্র এই পার্থিব জীবনের উপর হুকুম চালাইবে।

اِنَّا اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۔ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিয়াছে আমাদের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার উপর, আমাদের আশা– তিনি আমাদের সব অপরাধ মাফ করিবেন, তোমার চাপে পড়িয়া যাদুর ব্যাপারে যাহা করিয়াছি তাহাও মাফ করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হইলেন মঙ্গলময় অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী।

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۔ وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۔ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ۔

ইহা অবধারিত যে, যেব্যক্তি তাহার প্রভুর দরবারে উপস্থিত হইবে অপরাধীরূপে, তাহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত রহিয়াছে, তথায় (কঠোর আযাব ভোগ করিতে থাকিবে।) তাহার সম্পূর্ণ মৃত্যুও ঘটিবে না, আবার (কষ্ট-যাতনা লক্ষ্য করিলে) তাহাকে জিন্দেগীও বলা চলে না। পক্ষান্তরে যে উপস্থিত হইবে ঈমানদার সৎকর্মশীলরূপে, এই শ্রেণীর লোকদের জন্য অতি উচ্চ মর্যাদা তথা চিরস্থায়ী বেহেশত রহিয়াছে যাহার নিম্নদেশে নহর বহিয়া চলিবে; তথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। আত্মশুদ্ধি লাভকারীদের প্রতিদান এইরূপই হইবে। (পারা– ১৬ রুকু– ১২)

وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۔

যাদুকর দল সেখানেই সেজদায় পড়িল। তাহারা ঘোষণা করিল, আমরা সারাজাহানের সৃষ্টিকর্তা রক্ষাকর্তা পালনকর্তা তথা হযরত মূসা ও হারুনের (বর্ণিত) প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রতি ঈমান আনিলাম।

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۔

ফেরআউন (চটিয়া গিয়া) বলিল, আমার অনুমতি ছাড়াই তোমরা মূসার প্রতি ঈমান আনিয়াছ? (তোমরা সব এক দলের;) নিশ্চয় এই ঘটনা তোমাদের একটা বড় ষড়যন্ত্র। এই দেশবাসীকে দেশান্তর করার উদ্দেশে এই অভিসন্ধি আঁটিয়াছ। আচ্ছা– ইহার পরিণাম শীঘ্রই জানিতে পারিবে।

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۔

নিশ্চয় আমি তোমাদের এক দিকের হাত অপর দিকের পা কাটিয়া দিব, অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় তোমাদের সকলকে শূলে চড়াইয়া মারিব।

قَالُوْا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ـ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلاَّ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ـ

তাঁহারা বলিলেন, (ভয় নাই; মৃত্যু হইলে) আমরা আমাদের প্রভুর নিকটই পৌঁছাইব। তোমার নিকট আমাদের অপরাধ একমাত্র এই ত যে, আমাদের পরওয়ারদেগারের আদেশাবলী ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আমাদের নিকট পৌঁছিলে আমরা তাহার উপর ঈমান আনিয়াছি।

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ـ

অতঃপর তাঁহারা মোনাজাত করিলেন, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! ধৈর্যধারণের শক্তিবলে আমাদের পরিপূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদের মৃত্যু যেন তোমার অনুগত দাস অবস্থায়ই আসে। (পারা–৯; রুকু– ৪)

فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ ـ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ـ

যাদুকর দল সেজদায় পড়িলেন। তাঁহারা ঘোষণাও করিলেন যে, আমরা সারা জাহানের প্রভু তথা মূসা ও হারুনের বর্ণিত প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ـ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ـ

ফেরাউন ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, তোমরা আমার অনুমতি লইবার পূর্বে তাহার উপর ঈমান আনিয়া ফেলিলে? নিশ্চয় মূসা তোমাদের প্রধান– যে তোমাদিগকে যাদু শিখাইয়াছে। (তোমরা সব আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছ) অচিরেই পরিণাম বুঝিতে পারিবে।

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ

তোমাদের এক দিকের হাত অপর দিকের পা কাটিয়া দিব এবং নিশ্চয় তোমাদের সকলকে শূলে চড়াইয়া মারিব।

قَالُوْا لَاضَيْرَ ـ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ـ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَا اَنْ كُنَّا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

তাঁহারা বলিলেন, মৃত্যুতে কোনই ক্ষতি নাই; (মৃত্যু হইলে) আমরা আমাদের প্রভুর নিকটই পৌঁছিব–(প্রভুর জন্য প্রাণ দিয়া প্রভুর দরবারে পৌঁছিলে ত খুশীর সীমা নাই)। আমরা আশা রাখি, আমাদের প্রভু আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করিবেন; ইহার বদৌলতে যে, আমরা উপস্থিতদের মধ্যে সর্বপ্রথম মোমেন হইয়াছি। (সূরা শোয়ারাঃ পারা–১৯;রুকু–৭)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ঈমানের জন্য জীবন দানে প্রস্তুত যাদুকরদের সর্বশেষ অবস্থা কি? কাহারাও মত এই যে,ফেরআউন তাহাদের হুমকি কার্যে পরিণত করিয়াছিল এবং তাঁহারা দৃঢ় চিত্তে তাহা বরণ করিয়াছিলেন, ঈমান ছাড়েন নাই।

তফসীর "রহুল-মাআ'নী" এই মতামতকে দুর্বল সাব্যস্ত করিয়া বিপরীত মতকে প্রাধান্য দিয়াছে যে,ফেরআউন শাস্তি প্রয়োগে সাহসী হয় নাই।

বনী ইসরাঈলদের মধ্যে ঈমানের বিস্তার

মূসা আলাইহিস সালামের বিজয়ে যাদুকর দল ত ঈমান আনিলই বনী ইসরাঈলদেরও একদল লোক ঈমান আনিল; অবশ্য তাহারা ফেরআউনের ভয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে সাহস করে নাই। মূসা (আঃ) তাহাদিগকে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা স্থাপনের উপদেশ দিলেন; তাহারা আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন

নিবেদন করিতে লাগিলেন। পবিত্র কোরআনে তাহার বিবরণ এই–

فَمَا اٰمَنَ لِمُوْسٰى الاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَاءِهٖ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ـ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ ـ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ـ

মূসার বংশধর হইতে কিছু সংখ্যক লোক ঈমান আনিল– তাহাও ফেরআউনে এবং তাহার পরিষদের ভয়ে ভীত অবস্থা যে, তাহারা (জানিতে পারিলে) তাহাদিগকে কষ্ট-যাতনা দিবে। বস্তুতঃফেরআউন ছিলও দেশের মধ্যে অতিশয় দুর্ধর্ষ ও সীমা অতিক্রমকারী।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ ـ

মূসা (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, হে আমার জাতি! যদি তোমরা বাস্তবিকইআল্লাহর উপর ঈমান আনিয়া থাক, তবে তাঁহার উপরই ভরসা কর (সেই ঈমানের মোকাবিলায় সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হও), যদি তোমরা বাস্তবিকই মুসলমান তথা আল্লাহর অনুগত হইয়া থাক।

فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ـ رَبَّنَا لاَتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

তাহারা হযরত মূসার আহ্বানে সাড়া দিয়া বলিল, আমরা আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা স্থাপন করিলাম। হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে জালেমদের দ্বারা অত্যাচারিত হইতে দিও না এবং নিজ রহমতে আমাদিগকে কাফেরদের হইতে রক্ষা কর। (পারা– ১১; রুকু–১৪)

বনী ইসরাঈলদের মধ্যে নামাযের ব্যবস্থা করার নির্দেশ

হযরত মূসার জয়লাভ এবং কিছু লোকের ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহ তাআলা মূসা ও হারুন (আঃ)-কে নির্দেশ দিলেন, এখন বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া মিসরেই অবস্থান করুন এবং তাহাদের মধ্যে নামাযের সুব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে নামাযী বানাইতে চেষ্টা করুন। নিম্নের আয়াতে এই বিবরণই রহিয়াছে–

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

আর আমি মূসা ও হারুনের প্রতি অহী পাঠাইলাম যে, তোমরা (এখন) নিজ জাতির ঘড়-বাড়ী বাসস্থান মিসরেই রাখ এবং ঐ সব ঘর-বাড়ীর মধ্যেই নামাযের জায়গার ব্যবস্থা কর এবং সকলে নামাযের পাবন্দী কর। আর খাঁটি মোমেনগণকে সুসংবাদ দান কর। (পারা– ১১; রুকু– ১৪)

মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলদের প্রতি ব্যবস্থাবলম্বন

ফেরআউন ও তাহার দলবল হযরত মূসার সাফল্যে অগ্নি যাতনা অনুভব করিতে লাগিল। সকলে ফেরআউনকে মূসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য চাপ দিল। ফেরআউন এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিল যে, মূসার জাতি বনী ইসরাঈলকে শাস্তিদান এবং দুর্বল করার উদ্দেশে পূর্বের ন্যায় তাহাদের ছেলে সন্তান মারিয়া ফেলা হউক এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখিয়া দাসীরূপে ব্যবহার করা হউক। বনী ইসরাঈলগণ এ সম্পর্কে হযরত মূসার নিকট ফরিয়াদ জানাইলে তিনি তাহাদের সবরের উপদেশ দিলেন এবং অচিরেই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ব্যবস্থাবলম্বনের আশ্বাস দিলেন। যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই–

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ـ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ـ

ফেরাউনগোষ্ঠীর একদল লোক ফেরআউনকে বলিল, আপনি কি মূসা এবং তাহার জাতিকে ছাড়িয়া দিবেন– তাহারা দেশের ঐক্য নষ্ট করিবে, আপনা এবং আপনার মনোনীত মা'বুদদের উপাসনা পরিত্যাগ করিবে? ফেরআউন বলিল, (হুকুম জারি করিতেছি,) তাহাদের ছেলে সন্তান মারিয়া ফেলিব এবং মেয়ে সন্তান জীবিত রাখিয়া দাসী বানাইব। আর (ইহা সহজই হইবে;) আমরা ত তাহাদের উপর প্রবল।

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۔ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۔

মূসা (আঃ) নিজ জাতিকে বলিলেন, তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। সমগ্র ভূমণ্ডলের মালিক আল্লাহ, তিনি নিজ বান্দাগণ হইতে যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে ক্ষমতা দান করেন। (তাঁহার ইচ্ছা বিভিন্ন কারণে বিভিন্নরূপে পরিচালিত হয়; জাগতিক উন্নতির দ্বারা আল্লাহর প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার বিচার হয় না। অবশ্য) শুভ পরিণাম একমাত্র খোদাভীরুদের জন্য নির্দিষ্ট।

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۔ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ كَانَ تَعْمَلُوْنَ ۔

বনী ইসরাঈলগণ বলিল, আপনার আবির্ভাবের পূর্বেও আমরা কষ্ট-যাতনা ভোগ করিয়াছি, আপনার আবির্ভাবের পরেও সেই দুঃখ-কষ্টই ভোগ করিব! মূসা (আঃ) সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আশা করি তোমাদের পরওয়ারদেগার তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করিবেন এবং তোমাদিগকে তাহাদের স্থলে ভূপৃষ্ঠে ক্ষমতাসীন করিবেন; অতঃপর তিনি দৃষ্টি রাখিবেন, সুযোগপ্রাপ্তে তোমরা (দায়িত্ব পালনে) কিরূপ কাজ কর।

(পারা–৯; রুকু–৫)

ফেরআউনগোষ্ঠীর উপর আল্লাহর গজব

হযরত মূসার সত্যতা এবং তাঁহার নবুয়তের দাবী স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া গেল, এমনকি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী যাদুকরদল তাঁহার প্রতি ঈমান আনিল। ফেরআউন ও তাহার দলবলের অন্তরেও হযরত মূসার সত্যতার ছাপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ফেরাউনের স্বৈরাচারী স্বভাব, গোঁড়ামী এবং স্বার্থান্ধতা তাহাকে যাদুকর দলের ন্যায় সত্যতার সামনে নত করিতে দিল না এবং তাহার দলবলও তাহারই পথ অবলম্বন করিল। এ সম্পর্কে কোরআনে বর্ণনা এই–

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۔ وَجَحَدُوْا بِهَا .....

অর্থ ঃ যখন ফেরাউন গোষ্ঠীর নিকট আমার বিভিন্ন নিদর্শন দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হইল, তখনও তাহারা এই বলিল যে, এইসব স্পষ্ট যাদু। তাহারা (মূসার সত্যতার) নিদর্শনসমূহকে (ঐরূপ) অমান্য অস্বীকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে (অনিচ্ছা সত্ত্বেও) একীন বিশ্বাসের রেখাপাত হইয়াছিল; (অবশ্য তাহারা অন্তরে সেই উদিত একীন গ্রহণ করে নাই) তাহাদের স্বৈরাচারী স্বভাব এবং গোঁড়ামীর কারণে। ফলে সেই স্বৈরাচারীদের পরিণতি কি হইয়াছিল তাহাই দেখিবার জিনিস।

(সূরা নমলঃ পারা–১৯; রুকু–১৬)

ফেরআউন নিজকে ও দলবলকে আখেরাতের আযাবে ত ঠেলিয়া দিলই, দুনিয়াতেও অভিশাপে পতিত হইল। পবিত্র কোরআনেই রহিয়াছে–

وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ وَبِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ـ

"মূসাকে আমি (তাঁহার সত্যতার উপর) আমার প্রদত্ত নিদর্শনসমূহ এবং স্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরআউন ও তাহার দলবলের প্রতি পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু (ফেরাউন ঐ নিদর্শন ও প্রমাণসহ মূসাকে অমান্য করিল এবং) ফেরআউনের দলের লোকেরা ফেরআউনের পরামর্শেই চলিল; অথচ ফেরআউনের পরামর্শ ভাল ছিল না– তাহাদের জন্য ধ্বংসকারী ছিল। ফেরআউন (দুনিয়াতে যেমন দলের নেতৃত্ব দিতেছিল, তদ্রূপ) কেয়ামতের দিন তাহার দলবলের আগে থাকিয়া (নিজেও জাহান্নামে পতিত হইবে,) তাহাদিগকেও জাহান্নামে পতিত করিবে; জাহান্নাম কতই না খারাপ জায়গা! ফেরআউন ও তাহার দলবলের উপর দুনিয়াতেও অভিশাপের ছাপ মারিয়া দেওয়া হইয়াছে, কেয়ামতের দিনও তাহাই ভোগ করিবে। কতই না খারাপ পরিণতি তাহাদের। (সূরা হুদঃ পারা–১২; রুকু–৯)

ফেরআউন ও তাহার দলবল অন্যায় ও স্বৈরাচারিতার দরুন দুনিয়াতেই নানা প্রকার গযবে পতিত হইয়াছিল। পবিত্র কোরআনে তাহার বিবরণ এই–

وَلَقَدْ اَخَذْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ـ

আমি ফেরআউনগোষ্ঠীকে পাকড়াও করিয়াছিলাম দুর্ভিক্ষ এবং শস্য-ফসল, ফল-ফলারির ক্ষয়-ক্ষতির দ্বারা এই উদ্দেশে যে, তাহাদের সুবুদ্ধি আসিবে।

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ـ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ

কিন্তু (তাহাদের অবস্থা কি জঘন্য!) যখনই (পরীক্ষা স্বরূপ) তাহাদের একটু ভাল অবস্থা দেখা দিত তখন বলিত, আমরা ত এই অবস্থারই উপযুক্ত; আর যদি (স্বরাচারিতার ফলে) খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হইত, তবে তাহাকে মূসা ও তাঁহার সঙ্গীগণের অশুভতার পরিণতি বলিয়া থাকিত !

اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

স্মরণ রাখিও, তাহাদের অশুভতা আল্লাহ তাআলা ভালরূপেই জানেন (যে, তাহাদেরই কৃত-কর্মের ফল)। যদিও অধিকাংশ লোক ইহা বুঝে না।

وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

তাহারা (হযরত মূসাকে) আরও বলিল, আমাদের উপর যাদু চালাইবার জন্য যেকোন রকম আশ্চর্য বস্তুই পেশ কর আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হইব না।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ـ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ـ

ফলে তাহাদের উপর বন্যা শস্য-ফসল, ফল-মূল ধ্বংসকারী পঙ্গপালের আক্রমণ, গুদামজাত খাদ্যদ্রব্য বিনষ্টকারী কীট পোকা, শরীর ও মাথার উকুনের প্রাদুর্ভাব, অত্যধিক ব্যাঙের উপদ্রব, পানীয় বস্তু রক্তে পরিণত হওয়া– নানা রকমের গজব প্রকাশ্য মোজেযা ও কুদরতের নিদর্শনরূপে পাঠাইয়াছি, কিন্তু তাহারা গোঁড়ামি করিয়াছে এবং তাহারা ছিলই অপরাধ-পরায়ণ জাতি। (পারা– ৯; রুকু–৬)

এই আয়াতে দেখা যায়, ফেরআউন জাতি হযরত মূসার ডাকে সাড়া না দেওয়ায় তাহাদের উপর আল্লাহ তাআলার সাত প্রকার গযব আসিয়াছিল–

(১) দুর্ভিক্ষ ও দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট, (১) শস্য ফল, ফল-মূল উৎপন্নের ক্ষতি ও ধ্বংস, (৩) ভীষণ বন্যা ও প্রলয়ঙ্কর তুফান, (৪) দেশে পঙ্গপালের অসাধারণ আক্রমণ, (৫) কীট-পোকার এত উপদ্রব যে, সাধারণ জীবনযাত্রা কষ্ট-যাতনাপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং গুদামজাত দ্রব্য নষ্ট হইতেছিল, (৬) ব্যাঙের উপদ্রবেরও এত আধিক্য যে, ঘর-বাড়ী, হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাসন, ঘটি-বাটি, বিছানাপত্র সর্বদা ব্যাঙে পরিপূর্ণ থাকিত; যদ্দরুন সাধারণ জীবন যাপন সঙ্কটময় হইয়া গিয়াছিল (৭) যেকোন স্থান হইতে পানি পান ও ব্যবহার করিবার জন্য সম্মুখে আনিলেই পানি রক্তে পরিণত হইয়া যাইত।

এই সাতটি ঘটনা তাহাদের উপর আল্লাহ তাআলার গজবস্বরূপ ছিল এবং হযরত মূসার পক্ষে তাঁহার মোজেযা ছিল। এই সাতটি ভিন্ন তাহাদের সম্মুখে হযরত মূসার আরও দুটি প্রধান মোজেযা ছিল– (১) হযরত মূসার হাতের লাঠি অজগরে পরিণত হওয়া, (২) তাঁহার হাত বগলের নীচ হইতে বাহির করিলে তাহা উজ্জ্বল ঝক্ ঝক্ করা। এই নয়টি বিশেষ বিশেষ মোজেযা আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-কে দান করিয়াছিলেন ফেরআউন জাতির সম্মুখে তাঁহার সত্যতা প্রমাণের জন্য। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ فَسْئَلْ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ۔ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ .....

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি মূসাকে স্পষ্ট নয়টি মোজেযা ও প্রমাণ দিয়াছিলাম; যখন তিনি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে নবীরূপে আসিয়াছিলেন– সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ বনী ইসরাঈলদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পার।

তখন ফেরআউন মূসাকে বলিয়াছিল, হে মূসা! তোমার প্রতি আমার ধারণা যে, যাদুর দরুন তোমার বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটিয়াছে তাই তুমি নবুয়তের দাবী করিয়াছ)। মূসা (আঃ) বলিলেন, নিশ্চয় তুমি জান, এই ঘটনাবলী তিনিই ঘটাইয়াছেন যিনি সমস্ত আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা। তিনি এই সব ঘটাইয়াছেন তোমাদের শুভ বুদ্ধি উদয়ের উদ্দেশে, কিন্তু হে ফেরআউন! (তোমাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে বলিয়া দেখা যায় না, তাই) আমার নিশ্চিত ধারণা যে, তুমি ধ্বংসে পতিত হইবে। (পারা–১৫, রুকু–১২)

উল্লিখিত বিপদাপদ ও ঘটনাসমূহের দরুন ফেরআউনগোষ্ঠী হযরত মূসার প্রতি আকৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু শুভ বুদ্ধি লইয়া নহে, বরং মোনাফেকী এবং শুধু জান বাঁচাইবার উদ্দেশ্য লইয়া। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই–

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ ۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰى اَجَلٍ هُمْ بَالِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ ۔ .....

"যখন তাহাদের উপর আযাব আসিল, তখন তাহারা বলিল, হে মূসা! আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট আমাদের উদ্দেশে দোয়া করুন ঐ অবস্থার জন্য যাহার ওয়াদা তিনি আপনার নিকট করিয়াছেন (যে, আপনি দোয়া করিলে আযাব হটাইয়া দিবেন)। আপনি আমাদের হইতে আযাব হটাইয়া দিতে পারিলে নিশ্চয় আপনার প্রতি আমরা ঈমান আনিব এবং বনী ইসরাঈলকে আপনার সঙ্গে ছাড়িয়া দিব। (আল্লাহ বলেন– মূসার দোয়ায়) যখন আমি তাহাদের উপর হইতে আযাব দূর করিলাম, নির্ধারিত সময়ের জন্য–(যে পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া দেখিবার ছিল); তখন তাহারা পূর্ব অঙ্গীকার ভঙ্গ করিল। ফলে আমি তাহাদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলাম– এই যে, তাহাদিগকে ডুবাইয়া

মারিলাম এই উদ্দেশে যে, তাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল এবং ঐ সবকে উপেক্ষা করিয়াছিল। (সূরা আরাফঃ পারা- ৯; রুকু- ৬)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

আমি মূসাকে বিভিন্ন নিদর্শনসহ ফেরআউন ও তাহার দলবলের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রেরিত রসূল।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَا اِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْحَكُوْنَ ـ

মূসা যখন আমার নিদর্শনসমূহ তাহাদের নিকট উপস্থিত করিলেন তখন তাহারা আশ্চর্যজনকভাবে ঐ সব উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিল।

وَمَا نُرِيْهِمْ مِنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ـ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ـ

পূর্বেরটার চেয়ে পরেরটা বড়- এইরূপে নিদর্শনসমূহ দেখাইয়াছি ও তাহাদিগকে আযাবে ফেলিয়াছি এই উদ্দেশে যে, তাহারা ফিরিয়া আসিবে।

وَقَالُوْا يٰاَيُّهَا السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ـ

আযাবে পতিত হইলেই মূসা (আঃ)-কে বলিত হে যাদুকর! আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট আমাদের জন্য ভাল অবস্থার দোয়া করুন যাহার ওয়াদা তিনি আপনার নিকট করিয়াছেন; আমরা (বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলে) সৎপথে আসিয়া যাইব।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ـ

(আল্লাহ বলেন, পক্ষান্তরে) যখনই আমি তাহাদিগকে বিপদমুক্ত করিয়াছি তখনই তাহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিত। (সূরা যুখ্‌রোফঃ পারা-২৫)

ফেরআউনের প্রতি এক ব্যক্তির বিশেষ নসীহত

ফেরাউন এবং তাহার দলবল ও পরিষদবর্গ হযরত মূসার ব্যাপার লইয়া ব্যতিব্যস্ত ছিল। একদা পরামর্শ সভায় ফেরআউন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিল যে, মূসার দলকে দুর্বল রাখার উদ্দেশে ছেলে সন্তান মারিয়া ফেলার এবং মেয়ে সন্তানকে দাসী বানাইযা রাখার পূর্ববর্তী আইন বহাল রাখা হইবে এবং স্বয়ং মূসাকে হত্যা করা হইবে। এই কথা শ্রবণে ফেরআউন পরিবারেরই একজন লোক যে গোপনে মূসার প্রতি ঈমান রাখিত, সে ফেরআউনকে লক্ষ্য করিয়া এক বিশেষ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিল। তাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই-

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ـ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهٰمٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ـ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ـ

আমি মূসাকে আমার প্রদত্ত নিদর্শনসমূহ এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ পাঠাইয়াছিলাম- ফেআউন, হামান ও কারুন প্রমুখের প্রতি। তাহারা তাঁহাকে যাদুকর মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। মূসা যখন আমার পক্ষ হইতে সত্যের আহ্বান লইয়া তাহাদের নিকট পৌঁছিলেন, তখন তাহারা সাব্যস্ত করিল যে, মূসার প্রতি যাহারা ঈমান রাখে

তাহাদের ছেলে সন্তান মারিয়া ফেলা এবং মেয়ে সন্তান জীবিত (দাসীরূপে) রাখা বহাল থাকুক। (এই অভিসন্ধি তাহারা করিল, কিন্তু রসূলের বিরুদ্ধে) কাফেরদের অভিসন্ধি নিষ্ফল হইতে বাধ্য।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ ـ

আর ফেরআউন বলিয়াছিল, তোমরা কেহ আমাকে এই সিদ্ধান্তে বাধা দিও না– আমি মূসাকে প্রাণে বধ করিয়া ফেলিব, সে তাহার প্রভুকে ডাকিয়া বাঁচিবার ব্যবস্থা করুক। আমার আশংকা হয়– সে তোমাদের প্রচলিত ধর্ম বিগড়াইয়া দিবে। অথবা দেশে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করিবে।

وَقَالَ مُوْسٰى اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ـ

এই হুমকির খবরে মূসা বলিয়াছিলেন, যিনি আমারও প্রভু, তোমাদেরও প্রভু, আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি প্রত্যেক স্বৈরাচার হইতে– যে হিসাব-নিকাশের দিনকে বিশ্বাস করে না।

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ـ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ـ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ـ

ফেআউন পরিবারের একটি লোক যে গোপনে ঈমান গ্রহণ করিয়াছিল, সে ফেরাউনের পরিষদমণ্ডলীকে বলিল, তোমরা কি একটি লোককে মারিতে চাও এই অপরাধে যে, সে বলে আমার প্রভু আল্লাহ? অথচ সে তোমাদের নিকট পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে বহু দলীল-প্রমাণ নিয়া আসিয়াছে। আরও একটা কথা– যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে মিথ্যার পরিণাম তাহাকে ভুগিতে হইবে, আর যদি সে সত্য হয় তবে আযাবের যেসব সতর্কবাণী সে শুনাইতেছে তাহার কিছুটা তোমাদের উপর আসিবেই। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সীমা লঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে (উদ্দেশ্য সাধনের শেষ প্রান্তে) পৌঁছিতে দেন না।

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ ـ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْ بَّاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا ـ

ঐ ব্যক্তি আরও বলিলেন, হে আমার জাতি! আজ তোমাদের হাতে রাজকীয় ক্ষমতা আছে, তোমরা দুনিয়াতে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী, কিন্তু আল্লাহর গজব যদি আসিয়া পড়ে তবে আমাদের সাহায্যকারী কে আছে? (তোমাদের ক্ষমতা ত আল্লাহর মোকাবিলায় কিছুই না)।

قَالَ فِرْعَوْنُ مَا اُرِيْكُمْ اِلَّا مَا اَرٰى وَمَا اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ـ

ফেরাউন বলিল, আমি যাহা ভাল বুঝি তাহাই বলি এবং আমি তোমাদিগকে সঠিক পথেই চালাই।

وَقَالَ الَّذِىْ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ـ مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ ـ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ـ

মো'মিন ব্যক্তি সমগ্র জাতির প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিল– হে আমার জাতি! আমার ভয় হয়, তোমরাও ঐরূপ দিনের সম্মুখীন হইয়া পড় না-কি যেরূপ দিনের সম্মুখীন হইয়াছিল বহু জাতি– নূহের জাতি, আ'দের জাতি, সামুদের জাতি, তাহাদের পরে আরও অনেকে। (প্রত্যেকেই নিজে ধ্বংস টানিয়া আনিয়াছিল নতুবা) আল্লাহর ইচ্ছাও হয় না বান্দাকে অত্যাচার করার।

وَيٰقَوْمِ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ - يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ - مَالَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ - وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ -

হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্য ভয় করি-(পুনর্জীবিত হইয়া উঠা, হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি ভয়ঙ্কর ঘটনাবলী দৃষ্টে) ডাকাডাকি (হা-হুতাশ, চীৎকার, হৈ-হল্লা) হওয়ার দিনকে- যে দিন তোমরা বিচ্ছিন্নরূপে ছুটাছুটি করিবে, কিন্তু আল্লাহর আযাব হইতে রক্ষা পাইবার কোন আশ্রয় তোমাদের থাকিবে না। (সেই আযাব এড়াইয়া হেদায়াতের পথ ধর না কেন? বাস্তবিকই) যাহাকে আল্লাহ গোমরাহীর মধ্যে থাকিতে দেন (তাহা হইতে বাঁচাইয়া না লন) তাহাকে কেহ সৎপথে আনিতে পারে না)।
(সূরা মোমেনঃ পারা- ২৪; রুকু- ৯)

ফেরআউনের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا لَعَلِّىْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّه كَاذِبًا -

(এই যুক্তিপূর্ণ আহ্বান এড়াইতে ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করিয়া) ফেরআউন তাহার প্রধান উজীরকে বলিল, হে হামান! আমার জন্য উঁচু মঠ তৈয়ার কর ত দেখি, তাহার সাহায্যে আসমানে পৌঁছাইতে পারি কি না এবং মূসার খোদার খোঁজ আনিতে পারি কি-না; আমি মূসাকে মিথ্যুকই মনে করি।

وكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ - وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلاَّ فِىْ تَبَابٍ

আল্লাহ তাআলা বলেন, ফেআউনের (ধৃষ্টতা) অসৎ কার্যাবলী (নফস-শয়তানের প্ররোচনায়) এইরূপেই তাহার চোখে সুন্দর দেখাইত এবং সে সৎপথ হইতে বিচ্যুত হইত। ফেআউনের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে।
(পারা- ২৪; রুকু- ৯)

ফেআউনের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির উল্লেখ পবিত্র কোরআনের অন্যত্রও আছে-

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ - فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَعَلِّىْ اَطَّلِعُ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ -

ফেরাউন ঘোষণা দিল, হে আমার পরিষদমণ্ডলী! আমি ভিন্ন তোমাদের অন্য মা'বুদ আছে- ইহার খোঁজ আমার নাই। অতএব হে হামান! আমার জন্য পোক্তা ইট দ্বারা উঁচু ইমারত তৈয়ার কর, তাহাতে চড়িয়া মূসার খোদার খোঁজ আনিতে পারি না-কি? আমি ত মূসাকে মিথ্যাবাদীই মনে করিতেছি।
(সূরা কাছাছঃ পারা- ২০; রুকু- ৭)

মোমেন ব্যক্তির উদাত্ত আহ্বান

وَقَالَ الَّذِىْ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ - يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ - وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ - مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰى اِلاَّ مِثْلَهَا - وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

(ঐ মোমেন ব্যক্তি ফেরাউনের ধৃষ্টতাপূর্ণ কথায় দমিল না, সে পুনরায় আহ্বান করিল,) হে আমার জাতি! তোমরা আমার কথায় সাড়া দাও, আমি তোমাদিগকে সঠিক পথই দেখাইব।

হে আমার জাতি! ইহকালের অস্থায়ী জিন্দেগী অল্প দিনের মাত্র। নিশ্চয় আখেরাত বা পরকালই স্থায়ী চিরকালের বাসস্থান। যে কেহ পাপ করিয়াছে তাহাকে তাহার পাপের ধারা অনুসারে (আখেরাতে) শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আর যেকোন পুরুষ বা মহিলা ভাল কাজ করিয়াছে এবং সে মোমেনও ছিল, তবে সে বেহেশতে স্থান লাভ করিবে, তথায় সে বে-হিসাব নেয়ামত ভোগ করিবে।

وَيٰقَوْمِ مَالِيْ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْ اِلَى النَّارِ ـ تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَالَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ـ وَاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ـ

হে আমার জাতি! কি আশ্চর্য ও অনুতাপের কথা! আমি ত তোমাদের মুক্তির পথের আহ্বান জানাইতেছি; আর তোমরা আমাকে দোযখের দিকে ডাক (কি আশ্চর্যের কথা)! তোমরা আমাকে ডাকিতেছ আল্লাহদ্রোহিতা ও আল্লাহকে অস্বীকার করার প্রতি এবং মিছামিছি বস্তুকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করার প্রতি– অথচ আমি তোমাদিগকে ডাকি মহান আল্লাহর প্রতি. যিনি সর্বশক্তিমান, দয়ালু, ক্ষমতাশালী।

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ ـ وَاَنَّ مَرَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ـ فَسَتَذْكُرُوْنَ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِّالْعِبَادِ ـ

সুনিশ্চিত কথা যে, যাহাদের পূজার প্রতি তোমরা আমাকে ডাক তাহারা দুনিয়া বা আখেরাত কোন দিক দিয়াই পূজা জপনার উপযুক্ত নহে। ইহাও সুনিশ্চিত যে, আমাদের সকলেই আল্লাহর দরবারে যাইতে হইবে। ইহাও সুশ্চিত যে, তখন স্বৈরাচারীরা দোযখবাসী হইবে। (আজ লক্ষ্য করিলে না!) ভাবী জীবনে তোমরা অবশ্যই আমার কথা স্মরণ করিবে, (কিন্তু সেই স্মরণে ফল হইবে না। সত্যের আহ্বানের দরুণ তোমরা আমার শত্রু হইবে; আমি ভীত নহি)। আমি আমার সব কিছু আল্লাহর হাওলা করিতেছি। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাগণের হাল-অবস্থা নিরীক্ষণকারী।

فَوَقٰهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ـ

আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে তাহাদের সমুদয় অপচেষ্টার কুফল হইতে বঁচাইয়া রাখিলেন। ফেরআউন গোষ্ঠীকে কঠিন আযাব ঘিরিয়া ধরিল, (তখনও আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে রক্ষা করিলেন)। (২৪ পারা– ৯,১০)

ফেরআউনের আস্ফালন

হযরত মূসার অপরাজেয় মোজেযা তদুপরি মোমেন ব্যক্তির যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা ইত্যাদি মিসরবাসীদের অন্তরে নিশ্চয় রেখাপাত করেছিল। ফেরাউনের অন্তরকেও যে, দুর্বল না করিয়াছিল এমন নহে, যার ফলে সে হযরত মূসার সত্যবাদিতার সুস্পষ্ট বিকাশে বেসামাল হইয়া তাঁহাকে প্রাণে বধ করার শুধু হুমকিই দিল; সেই জন্য কার্যকরী কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের সাহস করিতেছিল না।

কিন্তু আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থান্ধতা মারাত্মক ব্যাধি। যে মানুষ তাহা জয় করিতে না পারে তাহার সম্মুখে যুক্তি-তর্ক, দলীল-প্রমাণ, এমনকি নিজের বিবেক-বুদ্ধিও ব্যর্থ হয়। ফেরাউনের অবস্থা তাহাই ছিল; সে ক্ষমতা ও প্রাধান্য বজায় রাখিতে নিজের খোদায়ী দাবী এবং হযরত মূসাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জোর প্রচার

চালাইল। পবিত্র কোরআনে এই বিষয়টিকেই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে- فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى ফেরআউন জনসমাবেশের ব্যবস্থা করিল এবং এই ঘোষণা দিল যে, আমিই তোমাদের প্রধান প্রভু।

ধন-দৌলতের পূজারী, বল-ক্ষমতার মদে মত্ত দুরাচার স্বৈরাচারী ও ইহজীবনকেই সর্বশেষ লক্ষ্যস্থলরূপে গ্রহণকারীগণ সাধারণত যেই মাপকাঠিতে হক্ব ও বাতিল সত্য ও মিথ্যার বিচার করিয়া থাকে, ফেরআউনও মিসরবাসীদের সম্মুখে সেই মাপকাঠিই তুলিয়া ধরিল। সে বলিল, যেহেতু সব রকমের বল-ক্ষমতা ও ধন-দৌলত আমার আছে, তাই আমিই হইব হিরো, আমি হইব পূজারী আমার ব্যক্তিগত জীবন যতই কদর্য-কলুষময় জুলুম-অত্যাচার, অন্যায় অবিচার ও ব্যভিচারপূর্ণ সর্বোপরি স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, প্রভু-পরওয়ারদেগার হইতে যতই দূরবর্তী হউক না কেন, তাঁহার যতই নাফরমানীময় হউক না কেন। পক্ষান্তরে মূসার নিকট যেহেতু ঐ দুই জিনিস তথা ধন-দৌলত ও বল-ক্ষমতা নাই; সুতরাং তিনি কিছুই নহেন, তাঁহার মধ্যে অন্য গুণ-গরিমা যতই থাকুক না কেন।

ফেআউনের সেই বিভ্রান্তিকর বিবৃতির নকলই নিম্নের আয়াতে দেওয়া হইয়াছে।

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ۔ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۔ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ ۔ وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ۔ فَلَوْلَا اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ۔ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۔

ফেরাউন স্বজাতীয়দের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়া বলিল, হে আমার জাতি! তোমরা কি দেখ না এবং চিন্তা কর না যে, সমগ্র মিসর রাজ্য আমারই এবং এইসব নদী-নহর আমারই অধিকারে প্রবাহমান? (মূসা কি আমার সমকক্ষ?) বরং আমি অতি উচ্চ এই বেটা হইতে; সে ত একজন নিকৃষ্ট লোক (তোত্‌লা) কথাবার্তাও বুঝাইয়া বলিতে সক্ষম নহে। (সে খোদার প্রতিনিধি বিশিষ্ট ব্যক্তি হইলে) তাহার হাতে স্বর্ণ-কঙ্কণ পরান হয় নাই কেন? (সেকালে শাহী প্রতিনিধি ব্যক্তিবর্গকে পদকরূপে স্বর্ণ-কঙ্কণ হস্তে পরান হইত)। কিম্বা (শাহী জুলুসের মত) তাহারা সঙ্গে ফেরেশতাগণের দল আসে নাই কেন? (ঐ সব উক্তি দ্বারা) ফেরআউন তাহার জাতিকে প্রভাবান্বিত করিয়া আয়ত্তে আনিয়া ফেলিল; তাহারা তাহারই অনুসারী হইল। বস্তুতঃ তাহার পূর্ব হইতেই ফাসেক জাতি ছিল। (পারা-২৫; রুকু-১১)

ফেরআউনের প্রতি হযরত মূসার বদ দোয়া

মূসা (আঃ) যখন দেখিলেন এবং একীন করিতে বাধ্য হইলেন যে, ফেরআউন ঈমান গ্রহণ করিবে না। তাহার কারণে তাহার পরিষদমণ্ডলী এবং মিসরবাসী সর্ব সাধারণও ঈমানের পথে আসিবে না। এমনকি ফেরাউনের গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া বনী ইসরাঈলগণও ঈমানের পথে আসিতে পারিবে না। তখন তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা হারুন (আঃ) এই দুর্ধর্ষ, পথের কাঁটা ফেরাউনের ধ্বংসের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়ার হাত উঠাইলেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁহার দোয়া গ্রহণ করিয়া নিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশও করিলেন যে, দোয়া কার্যকরী হওয়া সম্পর্কে কোনরূপ ব্যতিব্যস্ততা, চাঞ্চল্য না দেখাইয়া নিজ কর্তব্য কাজে দৃঢ়রূপে নিয়োজিত থাকিবেন। এই বিষয়ের বিবরণ নিম্নের আয়াতে রহিয়াছে-

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۔ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۔

মূসা আল্লাহর হুজুরে বলিলেন- হে পরওয়ারদেগার! ফেরআউন ও তাহার দলবলের ঐ ধন-দৌলত ও শান-শওকতের সাজ সরঞ্জাম আপনিই তাহাদিগকে জাগতিক জীবনে দিয়াছেন (ছিনাইয়া নেওয়ার ক্ষমতাও আপনার আছে)। হে পরওয়ারদেগার! (এই সব নেয়ামতের) ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা লোকদেরকে আপনার পথ হইতে দূরে সরাইতেছে (এইরূপে নেয়ামতের ফল উল্টা ফলিতেছে)। সুতরাং হে পরওয়ারদেগার! তাহাদের ধন-দৌলত ধ্বংস করিয়া দিন। আর (মুখে মুখে) ঈমানের অঙ্গীকার করিয়া আযাবকে থামাইবার সুযোগ তাহারা পাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থাস্বরূপ তাহাদের অন্তরকে কঠিন করিয়া দিন; যেন ভীষণ আযাব আসিয়া পড়ার পূর্বে তাহারা (মিছামিছি) ঈমানের কথা মুখেও না আনে।

قَالَ قَدْ أُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلاَ تَتَّبِعٰنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ ـ

(মূসা (আঃ) দোয়া করিতেছিলেন; হারুন (আঃ) "আমীন" বলিতেছিলেন; তাই) আল্লাহ তাআলা উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের দোয়া মঞ্জুর করা হইল। তোমরা নিজ কর্তব্য কাজে দৃঢ় থাক। (দোয়ার ফলের জন্য ব্যতিব্যস্ততা ও চাঞ্চল্য দেখাইয়া) অজ্ঞ লোকদের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হইও না।

(সূরা ইউনুসঃ পারা- ১১; রুকু- ১৪)

আলেমগণ বলিয়াছেন, এই দোয়া এবং তাহা গৃহীত হওয়ার সংবাদের পর দীর্ঘ ৪০ বৎসর মূসা ও হারুন (আঃ) তবলীগ কার্যে পূর্ণ মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং বিরুদ্ধ পার্টির উপর আল্লাহর গজব আসে নাই। দীর্ঘ ৪০ বৎসর পর এই দোয়ার ফল প্রকাশ পায়; ফেরআউন ও তাহার দলবল সমুদ্রে ডুবিয়া ধ্বংস হয়।

ফেরআউনের ধ্বংস কাহিনী

সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরের (তফসীর রুহুল মাআ'নী– সূরা তোয়া-হার এক বর্ণনানুসারে ২০ বৎসরের) অধিক কাল মূসা ও হারুন (আঃ) ফেরআউন ও তাহার দলবলকে সত্যের ডাক শুনাইলেন। তাহারা সত্যের ডাকে সাড়া দিবে এইরূপ সদিচ্ছা উদয়ের আভাসও তাহাদের মধ্যে দেখা গেল না। সর্বদা সত্য উপেক্ষাই নহে শুধু, পরাজিত করার ষড়যন্ত্রেই তাহারা সর্বশক্তি ব্যয় করিতেছিল। তাই প্রয়োজন হইল মানব জাতির দেহ বা অন্ততঃ মিসরবাসী ও বনী ইসরাঈল জাতির সমষ্টিগত দেহবিশেষকে সুস্থ করা ও সুস্থ রাখার খাতিরে ফেরআউন গোষ্ঠীর অংশবিশেষকে অস্ত্রোপচারে বিচ্ছিন্নকরণ ও চিরতরে তাহার বিলুপ্তি ঘটান।

সেমতে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে সেই অস্ত্রোপচার তথা গজব আসিল; ফেরআউন দলবলসহ ধ্বংস হইল, বিশ্বের বুক হইতে তাহাদের অস্তিত্ব চিরতরে মুছিয়া গেল। পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে–

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ـ

(ফেরআউন ও তাহার দলবল সত্যের বিরোধিতা ছাড়িল না–) তাই তাহাদের কর্মের সমুচিত শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিলাম; তাহাদের সমুদ্রে ডুবাইয়া মারিলাম এই জন্য যে, তাহারা আমার নিদর্শন ও আদেশাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল এবং ঐসবকে উপেক্ষা করিতেছিল। (পারা- ৯; রুকু- ৬)

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لاَيُرْجَعُوْنَ ـ فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ـ

(আল্লাহ বলেন,) ফেরআউন ও তাহার দলবল দেশের মধ্যে অনধিকার শ্রেষ্ঠত্ব চালাইয়াছিল এবং তাহাদের ধারণা ছিল যে, আমার নিকট তাহাদের ফিরিয়া আসিতে হইবে না। ফলে আমি ফেরআউনকে এবং

তাহার লোক-লস্করগুলিকে পাকড়াও করিলাম এবং সমুদ্র বক্ষে ডুবাইয়া মারিলাম। চিন্তা করিয়া দেখ, কি ঘটিয়া গেল স্বৈরাচারীদের পরিণাম। (পারা– ২০; রুকু– ৭)

فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلاً لِّلْاٰخِرِيْنَ ـ

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) ফেরআউন গোষ্ঠী যখন আমার ক্রোধানলে পতিত হওয়ার কার্য করিল তখন আমি তাহাদের কার্যের সমুচিত দণ্ড দিলাম। তাহাদের সকলকে একত্রে ডুবাইয়া মারিলাম এবং তাহাদিগকে করিয়া রাখিলাম পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত ও অগ্রণী– যাহাদেরকে দেখিয়া শিক্ষা হয়।

ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ـ فَحَشَرَ فَنَادٰى فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ـ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ـ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ـ

অতঃপর ফেরআউন (সত্যের ডাক হইতে) ফিরিয়া গিয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। সকলকে একত্র করিয়া ঘোষণা দিল, "আমিই তোমাদের প্রধান প্রভু।" ফলে আল্লাহ তাহাকে পাকড়াও করিলেন ইহ-পরকালের আদর্শ শাস্তিদানে। বাস্তবিকই তাহার ঘটনায় উপদেশ রহিয়াছে ভয়-ভীতি সম্পন্ন লোকদের জন্য। (সূরা নাজেয়াতঃ পারা–৩০)

ইহকালে চূড়ান্ত আযাবের সঙ্গে পরকালের অভিশাপ

ফেরআউন ও তাহার দলবল ইহকালের চূড়ান্ত শাস্তি তথা ধ্বংসের সঙ্গে পরকালের দিক দিয়াও সাধারণ পাপীদের হইতে বিভিন্নরূপে চিরতরে অভিশাপ ও আযাবের সম্মুখীন হইয়া রহিল। যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَاَتْبَعْنَاهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ـ

সারা দুনিয়ার মানুষের মুখে তাহাদের প্রতি লা'নত চলিতে থাকিবে এবং কেয়ামতের দিন ত তাহারা অত্যন্ত দুরবস্থার সম্মুখীন হইবেই। (পারা–২; রুকু–৭)

وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ـ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ـ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ـ

আর ফেরআউন গোষ্ঠীকে ঘেরাও করিয়া নিল কঠিন আযাব। প্রতিদিন সকাল-বিকাল তাহাদিগকে (দোযখের) আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। আর যেদিন হাশর-ময়দান কায়েম হইবে সেদিন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করিবেন– ফেরআউন গোষ্ঠীকে সর্বাধিক কঠিন আযাবে ঠেলিয়া দাও। (পারা– ২৪; রুকু– ১০)

ধ্বংসের বিস্তারিত ইতিহাস

ফেরআউন ও তাহার দলকে একত্রে ধ্বংস করিবার এক বৈচিত্র্যময় ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করিলেন। আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-কে আদেশ করিলেন, সুযোগমতে এক রাত্রে বনী ইসরাঈলকে লইয়া মিসর হইতে চলিয়া যাইবেন।

মূসা (আঃ) একদা রাত্রি বেলা বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া মিসর হইতে পলায়ন করিলেন। পলায়নের প্রারম্ভে হযরত মূসার পরিকল্পনায় কোন নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল ছিল কিনা এবং থাকিলে তাহা কোন্ স্থান ছিল, কোরআনে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু কোরআনের বিভিন্ন বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, মূসা (আঃ) বনী-ইসরাঈলকে নিয়া মিসর হইতে পলায়ন করিয়া "তুর" নামক পার্বত্য এলাকায় পৌঁছিয়াছিলেন। পলায়ন পথে বনী ইসরাঈলদের সম্মুখে একটি সমুদ্র উপস্থিত হইল। তাহারা সমুদ্র উপকূলে উপস্থিত, এমতাবস্থায় পিছন দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, ফেরআউন সৈন্য সামন্তসহ তাহাদিগকে পাকড়াও করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। সেই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা (মূসা (আঃ)-কে আদেশ করিলেন, আপনি স্বীয়-"আছা"–লাঠি দ্বারা সমুদ্রবক্ষে আঘাত করুন। মূসা (আঃ) তাহাই করিলেন। তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের পানি অস্বাভাবিকরূপে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল; এক এক খণ্ডের উভয় পার্শ্বে পানি পর্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল-- বহিয়া পড়িল না; এইভাবে সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে পথ আবিষ্কৃত হইল। মূসা (আঃ) সঙ্গীগণকে লইয়া ঐ সব পথে সমুদ্র পার হইয়া আসিলেন। অতঃপর দোয়া করিলেন, এই পথ পুনঃ পানিভর্তি হইয়া যাউক; যেন ফেরআউন তাহাদের ন্যায় এই পারে আসিতে না পারে। আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-কে এই দোয়ায় বাধাদানে বলিলেন, সমুদ্রকে বর্তমান অবস্থার উপর থাকিতে দিবেন।

অতঃপর ফেরআউন তথায় পৌঁছিয়া নবআবিষ্কৃত পথ দেখিতে পাইয়া তাহা অতিক্রম করিতে লাগিল। মধ্যস্থলে পৌঁছিবা মাত্রই সমুদ্রের পানি স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া গেল, ফেরআউনগোষ্ঠী ডুবিয়া মরিল। হযরত মূসার সঙ্গী বনী ইসরাঈলগণ কূলে দাঁড়াইয়া ফেরআউনগোষ্ঠীর এই দশা চাক্ষুষ দেখিতেছিল।

আলোচ্য ঘটনার সমুদ্রটির নাম কোরআন-হাদীছে উল্লেখ নাই, কিন্তু মিসর এলাকা– যথা হইতে মূসা (আঃ) যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তুর পর্বত এলাকা– যথায় তিনি প্রথমে পৌঁছিয়াছিলেন, এই দুই এলাকার মধ্যে লোহিত সাগর তথা তাহার সুয়েজ উপসাগর শাখাটি বিদ্যমান, যে শাখা হইতে সুয়েজ খাল খনন করা হইয়াছে। লোহিত সাগরের এই অংশ প্রায় ৩০ মাইল প্রস্থ। এই উপসাগর ভিন্ন আর কোন সমুদ্র তথায় নাই, তাই সমস্ত তফসীরকারগণ লোহিত সাগরকেই উক্ত ঘটনার স্থলরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এই স্থলে লোহিত সাগর বলিতে তাহার ঐ অংশ উদ্দেশ্য যাহা সুয়েজ উপসাগর নামে পরিচিত।

আলোচ্য ঘটনাস্থলের মানচিত্র

স্কেল ১ ইঞ্চি = ১৮১ মাইল

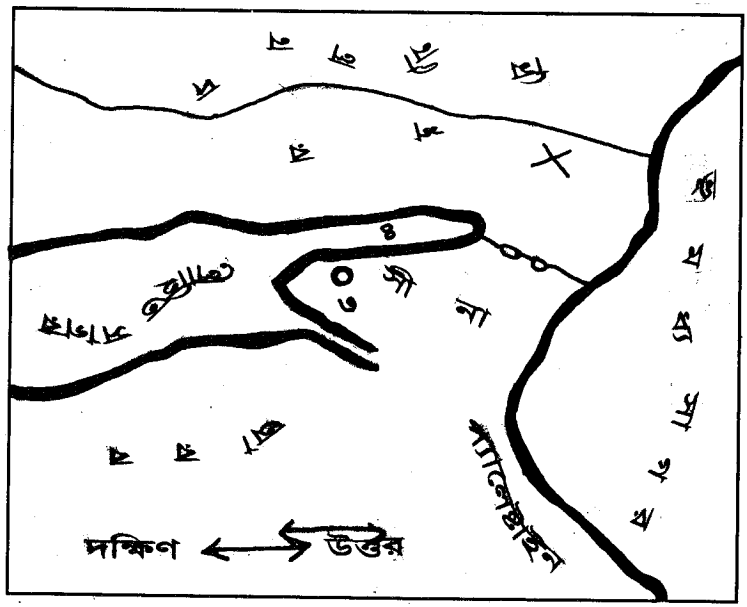

(১) তিমসাহ হ্রদ (২) মোররাত হ্রদ (৩) তুর পর্বত (৪) সুয়েজ উপসাগর । × চিহ্নিত স্থানটি বনী ইসরাঈলগণের আবাসভূমি–"জশন" বা "গোশেন" অঞ্চল।

মানচিত্রের বিবরণ

ভূগোল প্রসিদ্ধ লোহিত সাগরকে আরবীতে বাহ্‌রে আহ্‌মার (লাল সমুদ্র) এবং বাহ্‌রে কোলজুম বলা হয়। ইহা আরব সাগর হইতে আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্য দিয়া ভূমধ্য সাগরের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু ভূমধ্য সাগরের সঙ্গে মিলিত হয় নাই, বরং ১৩১০ মাইল, দৈর্ঘ্যে প্রবাহিত হইয়া অপেক্ষাকৃত সরু দুইটি উপসাগরে বিভিক্ত হইয়াছে; একটি উত্তর-পূর্ব দিকে কম-বেশ ১২৫ মাইল দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ প্রায় ১৫ মাইল প্রস্থে; তাহাকে আকাবা উপসাগর বলা হয়। অপরটি উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ২০০ মাইল দৈর্ঘে এবং সাধারণতঃ ৩০ মাইল প্রস্থে, তাহাকে সুয়েজ উপসাগর বলা হয়। সুয়েজ উপসাগরের শেষ প্রান্ত হইতে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত ১০০০ মাইল স্থল পথ ছিল, অবশ্য এই ১০ মাইলের মধ্যে দুইটি হ্রদ ছিল– (১) তিমসাহ হ্রদ (২) মোররাত হ্রদ, কিন্তু এই হ্রদগুলির মধ্যেও স্থলভাগের বিরাট ব্যবধান ছিল– সুয়েজ উপসাগরের তীর ও প্রথমটির মধ্যে প্রায় ১৫ মাইল এবং প্রথম ও দ্বিতীয়টির মধ্যে প্রায় ১৫ মাইল এবং দ্বিতীয়টি হইতে ভূমধ্য সাগরের মধ্যে প্রায় ৩০ মাইল স্থল ভাগ ছিল। এই তিন খণ্ড ভূভাগের উপর খাল খননে হ্রদদ্বয়কে একত্রিত করিয়া ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত সুয়েজ খাল তৈয়ার করা হইয়াছে। এই খালটিই ঐতিহাসিক "সুয়েজ খাল"। এই খাল দ্বারাই ভূমধ্যসাগর ও সুয়েজ উপসাগরের মধ্যে নৌপথের যোগাযোগ সৃষ্টি হইয়াছে।

আকাবা উপসাগর ও সুয়েজ উপসাগরের মধ্যবর্তী ত্রিভুজ আকারের যে স্থলভাগটি দেখা যায় তাহাই পার্বত্য মরু অঞ্চল বিশিষ্ট সাইনা বা সিনাই উপত্যকা।

সিনাই উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে তথা মূল লোহিত সাগর হইতে সুয়েজ উপসাগরের উৎপত্তি উভয়ের সংযোগ স্থলের নিকটবর্তী সুয়েজ উপসাগরের তীরে "তূর" পর্বত অবস্থিত।

বনী ইসরাঈল ও হযরত মূসার অনেক ঘটনাবিশিষ্ট এই পর্বতটি পবিত্র কোরআনের অনেক জায়গায় "তুর" নামে ব্যক্ত হইয়াছে, আরবী মানচিত্রেও ইহাকে তুর নামে উল্লেখ করা হয়। বাংলা মানচিত্রে ইহাকে সাইনা পর্বত বলা হয়। ইহাও ভুল নয়, কারণ পবিত্র কোরআনেই ইহাকে তুরে সীনীন ও তুরে সাইনা নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। তুর শব্দের আভিধানিক অর্থ পবর্ত, তাই তুরে সাইনা অর্থ সাইনা পর্বত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ মানচিত্র দৃষ্টে অবশ্য দেখা যায় যে, বনী ইসরাঈলদের মিসরস্থিত আবাসভূমি হইতে পূর্বদিকে "ফিলিস্তীন" ও "কেনান" এলাকার দিকে বিরাট স্থলভাগ ছিল। অতএব সেদিকের পথ অবলম্বন করিলে হযরত মূসা ও তাঁহার সঙ্গীদের সম্মুখে সমুদ্র আসিতই না বলিয়া একটি প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। এমনকি এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়াই কোন কোন অজ্ঞ লোক হযরত মূসার লাঠির দ্বারা সমুদ্র খণ্ডিত করার এই ঐতিহাসিক বিরাট মোজেযা অস্বীকার করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু উক্ত মোজেযার বিস্তারিত বিবরণ যেহেতু পবিত্র কোরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে স্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাই এই শ্রেণীর অজ্ঞ লোকগুলি পবিত্র কোরআনের প্রতি অটুট ঈমানধারী মুসলিম সমাজের ভয়ে এই সম্পর্কীয় আয়াত সমূহের অপব্যাখ্যা ও অবাস্তব গোজামিল দিয়া সর্বসাধারণকে ধোকা দেওয়ার প্রয়াস পাইয়াছে। তদুপরি আলোচ্য ঘটনা লোহিত সাগরের কোন অংশে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা না জানিয়া একটা মিথ্যা কল্পিত মানচিত্র সাজাইয়া ঘটনার ক্ষেত্র লোহিত সাগর হওয়া প্রসঙ্গটির প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছে। সুতরাং নিম্নে কতিপয় মোটা মোটা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সত্য তুলিয়া ধরা হইয়াছে, যদ্দারা অবাস্তব ও কাল্পনিক বিষয়াবলীর অবসান হইবে।

(১) মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলগণ মিসর হইতে পলায়ন করিয়া ফিলিস্তীন ও কেনান এলাকার দিকে গিয়াছিলেন, ইহার কোন প্রমাণ কোরআন-হাদীছ বা ইতিহাস ভাণ্ডারের কোথাও কেহ দেখাইতে সক্ষম হইবে না। অতএব ঐরূপ কথার উপর ভিত্তি করিয়া পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যাকে বিকৃত করা এবং পূর্বাপর সমস্ত তফসীর বিশেষজ্ঞগণকে ভুল পথের পথিক সাব্যস্ত করা বোকামি বৈ আর কি হইতে পারে?

অধিকন্তু ফিলিস্তীন এলাকায় তখন বনী ইসরাঈলের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের বসবাস ছিল না। তথায় "আমালেকা" নামক এক দুর্ধর্ষ জাতির দখল ছিল। এই তথ্য পবিত্র কোরআনে (সূরা মায়েদা ঃ পারা– ৬;রুকু– ৮) স্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহার উল্লেখ সম্মুখে পাইবেন। এই তথ্য দৃষ্টে বনী ইসরাঈলদের মিসর ত্যাগকালে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের কথা বলিয়া তাহাদের লক্ষ্যস্থল ফিলিস্তীন এলাকা সাব্যস্ত করা নিছক ধোকা।

সমুদ্রবক্ষে নব আবিষ্কৃত পথে বনী ইসরাঈলদের পার হইয়া যাওয়া এবং ঐ পথেই ফেরআউনগোষ্ঠীর ডুবিয়া মরা উভয়ের ইতিহাস কোরআনের বহু স্থানে বর্ণিত আছে। যথা–

وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ـ

হে বনী ইসরাঈল! স্মরণ কর, আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলাম, সেমতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া নিয়াছিলাম আর ফেরআউনগোষ্ঠীকে ডুবাইয়া দিয়াছিলাম– যাহা তোমরা চাক্ষুস দেখিতেছিলে।

وَجٰوَزْنَا بِبَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ـ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَائِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

আর আমি বনী ইসরাঈলগণকে সমুদ্র পার করাইয়া নিলাম; তাহাদের পিছে পিছে ধাওয়া করিল ফেরআউন ও তাহার লোক-লস্কর জুলুম-অত্যাচার করার উদ্দেশে। অবশেষে সে যখন ডুবিয়া যাইতেছিল তখন সে বলিল, আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যাহার প্রতি বনী ইসরাঈলগণ ঈমান আনিয়াছে তিনি ভিন্ন আর কোন মা'বুদ নাই। আর আমি মুসলমানদের দলভুক্ত হইতেছি।

اٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ـ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ـ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ـ

(আল্লাহ তাআলা ফেরেশতার মাধ্যমে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,) এতক্ষণে! (ঈমানের কথা!) অথচ এতদিন পর্যন্ত নাফরমানীতেই কাটাইলে আর ফাসাদকারীদের দলভুক্ত থাকিলে! (আযাবে আক্রান্ত অবস্থায় ঈমান গৃহীত নহে)। অবশ্য তোমার লাশ উদ্ধার করিয়া নিব; (তাহা রক্ষিত থাকিবে) এই উদ্দেশে তুমি যেন তোমার পরবর্তী বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শনরূপে বিদ্যমান থাক; বস্তুতঃ মানব সমাজের অনেকেই

(২) মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া মিশর ত্যাগ করার পর তাহাদের প্রথম উপস্থিতির স্থান সীনা পর্বত তথা কোহেতুর বা তুর-পর্বত এলাকা– ইহা সর্বস্বীকৃত ও সর্বসম্মত ঐতিহাসিক সত্য। এতদ্ভিন্ন এই সত্যের সমর্থনে পবিত্র কোরআনে কতিপয় তথ্যও পাওয়া যায়– (ক) মিসর ত্যাগ করতঃ ফেরাউনের কবল হইতে উদ্ধার পাওয়ার পর বনী ইসরাঈলদের জন্য শরীয়তরূপে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে মূসা (আঃ) যে আসমানী কিতাব (তওরাত" পাইয়াছিলেন তাহা তুর পর্বতে যাইয়া লাভ করিয়াছিলেন। (খ) "তওরাত" প্রাপ্তির পর যখন বনী ইসরাঈলগণ তাহা গ্রহণ করিয়া নিতে গড়িমশি করিয়াছিল তখন "তুর পর্বত"কেই তাহাদের মাথার উপর উঠাইয়া ধরা হইয়াছিল এবং তাহার ভয় দেখাইয়া বলা হইয়াছিল যে, তওরাত গ্রহণ কর এবং গ্রহণ করার স্বীকৃতি দান কর। এই তথ্যদ্বয়ের প্রমাণ পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় বর্ণিত রহিয়াছে।

(৩) "তুর পর্বত" সুয়েজ উপসাগরের পূর্বকূলে অবস্থিত এবং তাহার অবস্থান সুয়েজ উপসাগরের গোড়ার দিকে তথা মূল লোহিত সাগর হইতে সুয়েজ উপসাগরের উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্তী। অর্থাৎ তূর পর্বত এলাকা বরাবর সুয়েজ উপসাগরের পশ্চিমকূলস্থ মিসরের এলাকা বনী ইসরাঈলদের আবাসভূমি গোশেন অঞ্চল হইতে অনেক দক্ষিণে অবস্থিত। মানচিত্রের এই বিষয়গুলি ভালরূপে অনুধাবন করুন।

উল্লিখিত তথ্যসমূহ দৃষ্টে সুনিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া মিসর ত্যাগ করতঃ ফিলিস্তীন বা কেনান এলাকায় উপস্থিত হন নাই, বরং বোধহয় তখন ঐ এলাকা উদ্দেশ্যেও করেন নাই। অতএব সেদিকের পথ অবলম্বন করার কথা একেবারেই অবান্তব। তিনি মিসর ত্যাগ করতঃ উপস্থিত হইয়াছিলেন তুর পর্বত এলাকায়। তাঁহার এই উপস্থিতি ইচ্ছাকৃতও হইতে পারে। কারণ, এই এলাকাটি শুধু তাঁহার পূর্ব পরিচিতই ছিল না; বরং তাঁহার নিকট বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন শান্তিনিকেতনও ছিল– যেহেতু এই এলাকায়ই তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এ স্থান হইতে নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়া তিনি মিসর গমন করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, বরং তাঁহার নবুয়ত প্রাপ্তির ঘটনাকালে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে এই এলাকাটি بقعة مباركة বরকত তথা কল্যাণ ও মঙ্গলপূর্ণ অঞ্চল। وادى المقدس পাক-পবিত্র মহান প্রান্তর" নামে আখ্যায়িত হইয়াছিল, (হযরত মূসার নবুয়ত প্রাপ্তির আলোচনায় পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতিসমূহ দেখুন)। এই এলাকার এইসব বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া যাওয়া হযরত মূসার পক্ষে কি সম্ভব ছিল? অতএব স্বাভাবিকরূপেই তিনি এই এলাকার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং ফেরআউনের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে নাজাত হাসিল করিয়া ফেরআউনের ক্ষমতা বহির্ভূত এই মঙ্গলময় পবিত্র এলাকায় আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন– এরূপ বলা হইলে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক হইবে না।

আমার কুদরতের নিদর্শনসমূহ হইতে গাফেল থাকে।* (সূরা ইউনুসঃ পারা- ১১ রুকু- ১৪)

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ـ

আমি মূসার নিকট অহী পাঠাইয়াছিলাম, রাত্রি বেলা আমার বান্দা (বনী ইসরাঈলগণকে) লইয়া (মিসর হইতে) চলিয়া যাও; তারপর (পথিমধ্যে সমুদ্র আসিবে, তাহাতে লাঠি মারিয়া) তাহাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে শুষ্ক পথ করিয়া লইও ধরা পরিবার ভয়ও করিবে না, ডুবিয়া মরিবার আশঙ্কাও করিবে না। (সেমতে মূসা (আঃ) রাত্রের অন্ধকারে যাত্রা করিলেন)।

فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ـ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ـ

অতপর ফেরআউন তাহার লোক-লস্কর লইয়া তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিল এবং শেষ ফলে ভয়ঙ্কর সমুদ্র তাহাদিগকে ঘিরিয়া নিল। আর ফেরআউন তাহার জাতিকে পথভ্রষ্ট করিয়া ধ্বংসের পথে নিয়াছিল- তাহাদিগকে সুপথে পরিচালিত করে নাই। (পারা- ১৬; রুকু-১৩)

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ـ

মূসার নিকট আমি অহী পাঠাইয়াছিলাম, আমার বান্দাহ বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া রাত্রে মিসর হইতে চলিয়া যাও। স্মরণ রাখিও, অবশ্যই তোমাদের পিছনে ধাওয়া করা হইবে। (মূসা (আঃ) রাত্রের অন্ধকারে যাত্রা করিয়া গেলেন। ফেরআউন সংবাদ পাইল)।

فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ ـ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ـ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ـ وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ـ

---

* ফেরাউনের লাশ সমুদ্রগর্ভ হইতে ভাসিয়া উঠিয়াছিল এবং ঢেউয়ের দ্বারা কূলে আসিবার পর তাহা রক্ষিত রহিয়াছিল। আজও তাহা মিসরের মিউজিয়ামে আছে। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনিয়াছি, পানিতে ডুবিয়া মরার নিদর্শন এখনও তাহার লাশে বিদ্যমান রহিয়াছে।

আর ইহাও বলা যাইতে পারে যে, হযরত মূসার কোন নির্দিষ্ট ইচ্ছা ব্যতিরেকে তাঁহার তাড়াহুড়ার মধ্যে শুধু আল্লাহ নির্ধারিত গোপন ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার বাধ্যবাধকতায় তিনি এই এলাকার প্রতি অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আর একটি তথ্য ঃ তুর পর্বত এলাকার প্রতি আসিতে মিসরস্থিত বনী ইসরাঈলের আবাসভূমি গোশেন অঞ্চল হইতে পূর্ব দিকে কম-বেশ শতেক মাইল অগ্রসর হইয়া তারপর দক্ষিণ দিকে তুর পর্বত এলাকায় পৌছিলে এই পথে সমুদ্র আসিবে না অবশ্য, কিন্তু এই রাস্তায় যে পথ অতিক্রম করিতে হইবে তাহা মানচিত্রের সরল রেখারূপেই প্রায় ৩০০ মাইল। তদুপরি পর্বতমালার আবরণ বেষ্টনের দরুন যে তাহা আরও কতদূর দীর্ঘ হইতে পারে তাহা আল্লাহই জানেন। সর্বাধিক বড় কথা এই যে, ছয় লক্ষ নর-নারীকে লইয়া সেই জনশূন্য পানাহারের ব্যবস্থাবিহীন মরু পার্বত্য অঞ্চলটি সাধারণভাবে মানুষের জন্য অতিক্রমোপযোগী ছিল কিনা তাহাই কে জানে? পক্ষান্তরে গোশেন অঞ্চল হইতে তুর পর্বত এলাকায় পৌছিবার দ্বিতীয় পথ-গোশেন অঞ্চল হইতে সুয়েজ উপসাগরকে বামে রাখিয়া দক্ষিণ দিকে মিসর অঞ্চলের উপর দিয়া অগ্রসর হওয়ার পর সুযোগ সুবিধা মতে কোন স্থানে সুয়েজ উপসাগর পার হইয়া তুর পর্বত এলাকায় পৌছিয়া যাওয়া- এই পথটি প্রথম পথ অপেক্ষা দূরত্বের দিক দিয়াও কম এবং অতিক্রম করার দিক দিয়াও সহজসাধ্য; অবশ্য এই পথে শুধু অনধিক ৩০ মাইল প্রশস্ত সমুদ্র তথা সুয়েজ উপসাগর পার হইতে হইবে। সে যামানায়ও যেহেতু এই উপসাগরের পশ্চিম কূলের ন্যায় তাহার পূর্ব কূলেও আবাদি ছিল যেমন পবিত্র কোরআনের পারা- ৯;রুকু- ৬ -এর একটি বিবরণীতে আভাস পাওয়া যায়, অতএব তাহা পার হওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকাই স্বাভাবিক।

সুতরাং যদি মূসা (আঃ) নিজস্ব পরিকল্পনারূপে তুর পর্বত এলাকার প্রতি অগ্রসর হইয়া থাকেন; তবে তিনি সুয়েজ উপসাগর পার হওয়ার ব্যবস্থা পাইবেন আশায় এই দ্বিতীয় পথেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। আর যদি বলা হয় যে, হযরত মূসার গতিবিধি সবই একমাত্র আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত গোপন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে চলিতেছিল, তবে ত আর কোন প্রশ্নই আসে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা ত এই ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমেই ফেরআউন ও তাহার দলবলকে ডুবাইয়া মারার পরিকল্পনা নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন সেমতে মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া রাত্রিবেলা পলায়নকালে তাড়াহুড়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুপাতিক সমুদ্র সম্মুখে আসিবার পথই অবলম্বন করিয়া বসিলেন।

অবিলম্বে ফেরআউন (লোক-লস্কর সংগ্রহের জন্য) শহরে-বন্দরে পেয়াদা পাঠাইল এই বলিয়া যে, মূসার দল আমাদের তুলনায় কম সংখ্যক, তাহারা আমাদের ক্রোধান্বিত করিয়াছে, অথচ আমরা অস্ত্রধারী বিরাট। (তাহাদেরকে পাকড়াও করা সহজ। অতঃপর লোক-লস্কর লইয়া ফেরআউন মূসার পেছনে ছুটিল)।

فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ - وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ - كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ - فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ - فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ - قَالَ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ -

আল্লাহ তাআলা বিশ্ববাসীকে বলেন, দেখ! ফেরআউন ও তাহাদের হোমরা-চোমরাগণকে পানির ঝরণা ও ফোয়ারায় সুসজ্জিত বাগ-বাগিচা, অগাধ ধন-সম্পদ ও জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ-অট্টালিকা হইতে এইরূপে বাহির করিয়া আনিলাম (এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া) ঐ সবের স্বত্বাধিকারী বানাইয়া দিলাম বনী-ইসরঈলগণকে। (ফেরাউনগোষ্ঠীর ধ্বংসের বিবরণ এই যে, মূসা (আঃ) রাত্রিবেলা বনী ইসরাঈলদেরসহ পলায়ন করিলেন;) ফেরআউন লোক লস্করসহ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের ধাওয়া করিল। (এবং দ্রুতগতির বাহনে তাহাদের নিকটবর্তী পৌঁছিয়া গেল। যখন উভয় দল পরস্পর দেখা যাইতে লাগিল, (এদিকে মূসার সম্মুখে সমুদ্র); তখন মূসার সঙ্গীগণ বলিল, আমরা ত ধরা পড়িয়া গেলাম। মূসা বলিলেন, কস্মিনকালেও নয়; আমার সঙ্গে আমার পরওয়ারদেগারের সাহায্য রহিয়াছে– তিনি আমাকে (প্রয়োজন মুহূর্তে) সুব্যবস্থার নির্দেশ দিবেন।

فَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ - فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ -

তৎক্ষণাৎ মূসার প্রতি অহী পাঠাইলাম (পূর্ব বিজ্ঞাপিত ব্যবস্থা এখনই প্রয়োগ কর) তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রের উপর আঘাত কর। (তিনি তাহা করিলেন) তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের পানি খণ্ড খণ্ড হইয়া এক একটা খণ্ড বড় বড় পর্বতের ন্যায় খাড়া রহিয়া গেল (মাঝে মাঝে শুষ্ক পথ সৃষ্টি হইল; মূসা (আঃ) সঙ্গীগণসহ ঐ সব পথে পার হইলেন)।

পবিত্র কোরআন সূরা ত্বা-হা পারা–১৬; রুকু–১৩-এর যে আয়াত সম্মুখে উদ্ধৃত ও অনূদিত হইতেছে তাহার সুস্পষ্ট মর্ম-দৃষ্টে বলিতে হয় যে– সমুদ্র সম্মুখে আসিবে সেই পথ অবলম্বন করা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-কে পূর্বাহ্নেই অবগত করিয়াছিলেন এবং সমুদ্র পার হওয়ার জন্য তাহার মধ্যে পথ সৃষ্টি করাও অবগত করিয়াছিলেন। অতএব সব কিছু আল্লাহ তাআলার প্রকাশ্য নির্দেশ মোতাবেক অবগতির সহিতই হইয়াছিল; সুতরাং ফিলিস্তিন ও কেনান এলাকার পথ অবলম্বন করার কথা নিতান্তই অবান্তর।

সুপ্রসিদ্ধ তফসীর রূহুল মাআ'নীতে বলা হইয়াছে, সমুদ্রে শুষ্ক পথ করিয়া নেওয়া সম্পর্কে অহী পূর্বাহ্নে–রাত্রিবেলা রওয়ানা হইয়া যাওয়ার আদেশসম্বলিত অহীর সঙ্গেই হইয়াছিল, ইহাই অধিকাংশ তফছীরকারগণের অভিমত (খন্ড–১৬; পৃষ্ঠা–১৩৭)। তফসীরে বয়ানুল-কোরআন ছূরা শোয়া'রার মধ্যেও এই আয়াতের বরাত দানে বলা হইয়াছে যে, রাত্রিবেলা রওয়ানা হওয়ার আদেশ আসিবার সঙ্গেই সমুদ্রে পথ করিয়া নেওয়ার আদেশও ছিল।

ফলে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল যে, মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলগণসহ সুয়েজ উপসাগর কূলে আসিয়া ঠেকিলেন; উপস্থিত পার হওয়ার কোন ব্যবস্থা পাইতেছিলেন না; এমতাবস্থায় দেখা গেল; ফেরআউন লোক-লস্করসহ দ্রুত আসিয়া পৌঁছিতেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহর উপস্থিত আদেশে লাঠির আঘাতে সমুদ্র খণ্ডিত হওয়ার মোজেযা সংঘটিত হইল। সমুদ্র বক্ষে নব আবিষ্কৃত পথ বহিয়া মূসা (আঃ) সঙ্গীগণসহ পার হইয়া আসিলেন। পিছে পিছে ফেরআউন দলবলসহ তথায় পৌঁছিল এবং হযরত মুছার অনুসরণে সেই নব আবিষ্কৃত পথেই অগ্রসর হইল। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে ,ঐ সমুদ্র তথা সুয়েজ উপসাগর কম-বেশ ৩০ মাইল প্রস্থ। যখন ফেরআউন ও তাহার দলবল সকলে পূর্ণরূপে সমুদ্রের মাঝে আসিয়া পড়িল তখনই আল্লাহর আদেশে সমুদ্র স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া গেল, তাহারা সকলে ডুবিয়া ধ্বংস হইল।

ঘটনার এই বিবরণ শুধু যে, তফসীরকারগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়া আসিতেছে তাহাই নহে, বরং ঐতিহাসিকগণও তাহা বর্ণনা করিয়াছেন–(১) الكامل فى التاريخ আল-কামেল ১ম খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠা। ইহা ৭৫০ বৎসর পূর্বের স্বনামধন্য সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে আছীরের সঙ্কলিত ৪হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ।

(২) البداية والنهاية আল-বেদায়তু ওয়ান-নেহায়াহ্ ১ম খণ্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা। ইহা ৬০৬ বৎসর পূর্বের সুপ্রসিদ্ধ মোফাচ্ছের; মোহাদ্দেছ ও ঐতিহাসিক আল্লামাহ এমাদুদ্দীন (রঃ) কর্তৃক সঙ্কলিত।

পূর্বে স্মরণ করানো হইয়াছে যে, "সুয়েজ উপসাগর" একটি ভৌগোলিক উপনাম মাত্র, বস্তুতঃ তাহা লোহিত সাগরেরই অংশবিশেষ। অতএব পূর্বাপর সমস্ত মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এবং সমস্ত তফসীরকারগণ ঐকমত্যরূপে যাহা বলিয়া আসিতেছেন যে, ফেরআউন ও তাহার দলবল লোহিত সাগরে ডুবিয়া ধ্বংস হইয়াছিল, তাহাই বাস্তব ও অখণ্ডনীয়।

وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ـ وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ـ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ـ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ـ

(আল্লাহ বলেন,) অপর দল– ফেরআউন গোষ্ঠীকেও তথায় পৌঁছাইলাম। মূসা ও তাঁহার সব সঙ্গীদের বাঁচাইয়া নিলাম; তারপর (সে পথেই) অপর দলকে ডুবাইয়া মারিলাম।

এই ঘটনার মধ্যে (উপদেশ লাভের) নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু অনেক লোক এইরূপ ঘটনায় বিশ্বাসী নহে। জানিয়া রাখিও, নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদেগার সর্বশক্তিমান ক্ষমতাশালী অতিশয় দয়ালু।

(পারা– ১৯; রুকু– ৮)

فَاَسْرِ بِعِبَادِىْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ـ

আমার বান্দাগণকে লাইয়া রাত্রে রওয়ানা হও; শত্রু তোমাদের ধাওয়া করিবেই। (সমুদ্রে সৃষ্ট পথে পার হইয়া মূসা (আঃ) সেই পথ বিলুপ্তির দোয়া করিলে আল্লাহ বলিলেন)।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ـ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ـ

সমুদ্রকে (উহাতে সৃষ্ট পথ এবং খণ্ডিত পানি পর্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া) শান্ত অবস্থায় থাকিতে দাও। নিশ্চয় ফেরআউনের সম্পূর্ণ দলটি (এই পথেই) ডুবিয়া মরিবে।

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ـ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ـ وَنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ـ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ـ

(আল্লাহ তাআলা বিশ্ববাসীকে উপদেশ গ্রহণের-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করার জন্য বলেন,) ঐ ফেরআউনগোষ্ঠী ঝরণা ও ফোয়ারায় সুসজ্জিত কত বাগ-বাগিচা, খেত-খামার, জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ-অট্টালিকা এবং আরও কত ভোগ-বিলাসের সামগ্রী, যাহাতে তাহারা মত্ত ছিল– সেই সব তাহারা ছাড়িয়া ত ডুবিয়া মরিল;) আর কালক্রমে ঐ সবের মালিক বানাইয়া দিলাম অপর পক্ষ (বনী ইসরাঈলগণকে)।

(সূরা দোখান ঃ পারা– ২৫; রুকু–১৪)

মুক্তিলাভের পর বনী ইসরাঈল

পরাধীনতা এবং বিজাতীয় প্রভাব ও পরিবেশ মানুষের মন-মগজ, ভাবধারা ও চিন্তাধারা কিরূপে বিকৃত করিয়া ফেলে তাহার একটি প্রকৃত স্বরূপ বনী ইসরাঈলদের মরু জীবনের প্রাথমিক একটি ইতিহাসে দেখা যায়।

বনী ইসরাঈল নবীগণের বংশ ছিল, শেরক ও মূর্তি পূজা তাহাদের জাতীয় চরিত্রের বিপরীত ছিল। তাহাদের জাতীয় চরিত্র ছিল খাঁটি তওহীদ; কিন্তু দীর্ঘকাল ফেরআউনের দাসত্বে আবদ্ধ থাকিয়া এবং ফেরআউনের পূজারী মিসরীয়দের প্রভাবে ও পরিবেশে পরাধীন দুর্বলরূপে থাকিয়া তাহারা আপন-ভোলা, স্বজাতীয়তা বিবর্জিত, বিজাতীয় ভাবধারায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

কোন জাতি দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিয়া যখন তাহার মন-মগজ ভাবধারা, চিন্তাধারা, বিকৃত হইয়া যায় তখন তাহাদের আভ্যন্তরীণ পরাধীনতার মানসিক ছাপ সাধারণ দৈহিক ছাপ হইতে বহুগুণে বেশী শক্ত ও কঠিন হইয়া যায়। তাই দেখা যায়, কালক্রমে ঐ জাতি বাহ্যিক ও দৈহিক মুক্তি ও লাভের পরও তাহাদের ভাবধারা চিন্তাধারা, বিজাতীয় কলুষে কলুষিত থাকিয়া যায়। যেমন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ শরীরে পড়িলে তাহা দূরীভূত হইয়া গেলেও ছাপ তথা ঠোসা থাকিয়া যায়; ঠোসা দূর হইলেও আগুনে পোড়ার দাগ শরীরে বহু দিন থাকে।

সুতরাং কোন জাতি দুর্ভাগ্যবশত পরাধীনতার অভিশাপে পতিত হইলে তাহার কর্ণধারগণের উপর বিশেষ দায়িত্ব আসে জাতিকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জাতির মন-মগজ, ভাবধারা চিন্তাধারাকে বিজাতীয় ছাপ মুক্ত করিতে অধিক যত্নবান হওয়া।

ফেরআউন নিজকে انا ربكم الاعلى আমি তোমাদের প্রধান প্রভু বলিত। অধিকন্তু মফস্বলের প্রত্যেক এলাকায় নিজের এক একটি প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল; মফঃস্বল এলাকার লোকগণ সেই প্রতিমূর্তির পূজা করিয়া থাকিত। বনী ইসরাঈলগণ ঐরূপ পরিবেশে দীর্ঘকাল পরাধীন থাকায় তাহাদের ভাবধারা চিন্তাধারা মূর্তিপূজার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া গিয়াছিল। তাই যখন তাহারা আল্লাহ তাআলার বিশেষ ব্যবস্থায় মুক্তিলাভ করিল, ফেরআউনগোষ্ঠী তাহাদের চোখের সামনে ডুবিয়া মরিল– এমতাবস্থায়ও তাহাদের মন-মগজ হইতে সেই বিজাতীয় প্রভাবপূর্ণ মূর্তি পূজার কথাই নির্গত হইল, নবীর সম্মুখে সেই দাবী পেশ করিল। তাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই–

وَجَاوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۔ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۔ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۔

(আল্লাহ তাআলা বলেন,) আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়া নিলাম। অতপর এমন একদল লোকের নিকট তাহাদের উপস্থিতি হইল যাহারা কতকগুলি মূর্তির পূজায় জড় ছিল। বনী ইসরাঈলরা বলিল, হে মূসা! আমাদের জন্যও এই ধরনের মা'বুদ বানাইয়া দিন তাহাদের যেরূপ মা'বূদ রহিয়াছে। মূসা (আঃ) বলিলেন, তোমরা বড়ই নাদান, জ্ঞানশূন্য লোক।

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۔ قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۔

(মূসা (আ) আরও বলিলেন,) এই লোকগুলি যেসব কাজ করিতেছে তাহার মধ্যে এই কার্য ত নিতান্তই অবান্তর। তিনি আরও বলিলেন, আমি কি আল্লাহ ভিন্ন অন্য উপাস্য আনিতে পারি? অথচ এক আল্লাহ তোমাদিগকে সারা জাহানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। (সূরা আরাফঃ পারা– ৯; রুকু– ৬)

তওরাতের জন্য হযরত মূসার তুর পর্বতে গমন

বনী ইস্রাঈলদের শুভ বুদ্ধির উদয় হইল তাহারা হযরত মূসার নিকট আবদার জানইল, এখন ত আমরা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিয়াছি। এখন আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে কোন হেদায়াত নামা–কিতাব পাইলে আমরা তদনুযায়ী আমল করিতে সক্ষম হইব। মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করিলেন। যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۔ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۔

আমি মূসাকে আশ্বাস দিলাম (কিতাব পাইতে তুর পর্বতে আসুন) ৩০ রাত্রের জন্য এবং আরও ১০ রাত্র বর্ধিত করিলাম; সেমতে তাঁহার প্রভুর নির্ধারিত সময় পূর্ণ ৪০ রাত্র হইল। যাত্রাকালে মূসা স্বীয় ভ্রাতা হারুনকে বলিয়া গেলেন, আমার স্থলে আপনি জাতির মধ্যে থাকিয়া সকল কার্য সমাধা করিবেন, তাহাদের সংশোধন করিবেন, স্বৈরাচারীদের অনুসরণে চলিবেন না।

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ۔

মূসা যখন আমার নির্ধারিত দিনগুলির জন্য তুর পর্বতে আসিলেন এবং তাঁহার প্রভু তাঁহার সঙ্গে কালাম করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, প্রভু! আমাকে দর্শন দান করুন- আমি স্বচক্ষে আপনাকে দেখার আকাঙ্খা রাখি।

قَالَ لَنْ تَرَانِىْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرَانِىْ ـ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّه لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ـ

আল্লাহ বলিলেন, (ইহজগতে) কস্মিনকালেও আমাকে দেখিতে সক্ষম হইবে না। আচ্ছা- সম্মুখস্থ পাহাড়টির প্রতি নজর কর; যদি উহা স্বস্থানে স্থির থাকিয়া যায় তবে ত আমাকে দেখিবে। যখন তাঁহার প্রভুর নূরের তাজাল্লি মাত্র ঐ পাহাড়ে পতিত হইল; শুধু তাহাতেই পাহাড়টি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং মূসা চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন।

فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

মূসার চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে আরজ করিলেন, প্রভু! (ইহজগতে দৃষ্ট হওয়ার আকার-আকৃতি হইতে) আপনি পাক পবিত্র। (সেই দরখাস্ত করায়) আমি আপনার দারবারে ক্ষমাপ্রার্থী (ইহজগতে আপনার দিদার-দর্শন সম্ভব নহে)।

قَالَ يٰمُوْسٰى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ فَخُذْ مَا اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ـ

আল্লাহ তাআলা বলিলেন, হে মূসা আমি তোমাকে আমার পয়গাম্বরী দান করিয়া এবং কালামের পাত্র বানাইয়া লোকদের উপর বিশেষত্ব দান করিয়াছি। অতএব আমি তোমাকে যাহা দান করিতেছি তাহা সযত্নে গ্রহণ কর এবং আমার কৃতজ্ঞ হইয়া থাক।

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ وَّمَوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِكُلِّ شَىْءٍ ـ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا سَاُرِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ـ

আর আমি ত তাঁহার জন্য কতিপয় ফলকে লিখিয়া দিলাম সব রকমের নসীহত উপদেশ এবং (জীবন যাপনের) বিস্তারিত বিবরণ। অতএব (হে মূসা!) নিজেও তুমি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই সবগুলি গ্রহণ কর এবং নিজ জাতিকেও আদেশ কর, তাহারা যেন এইসব উত্তম বিষয়াবলীকে দৃঢ়রূপে গ্রহণ করে। নাফরমান- ফেরাউনগোষ্ঠীর দেশ সত্বরই তোমাদের দেখার সুযোগ দিব। (দেখিবে তাহারা তাহাদের ধন-সম্পদ হইতে কিরূপে বিতাড়িত হইয়াছে!)।

হযরত মূসার যাওয়ার পর বাছুর পূজার কেলেঙ্কারী

মূসা (আঃ) যখন তুর পর্বতে উপস্থিত হইবার আহ্বান পাইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গী বনী ইসরাঈলদের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও সঙ্গে নেওয়ার কথা ছিল; কিন্তু মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার প্রতি অধীরচিত্তে ছুটিয়া পড়িলেন। ভ্রাতা হযরত হারুনকে জাতির কর্ণধাররূপে নিজ স্থলাভিষিক্ত করিয়া "তুর" পানে রওয়ানা হইয়া গেলন। বনী ইসরাঈলের ব্যক্তিবর্গ পিছনে সঙ্গেই আছে ধারণা করিয়া মূসা (আঃ) এক মনে এক ধ্যানে তুর পর্বত পানে দৃষ্টি নিবদ্ধভাবে এদিক-ওদিক কোন লক্ষ্যই না করিয়া একরোখা সম্মুখপানে ধাবিত হইতেছিলন। বনী ইসরাঈলের ব্যক্তিবর্গ কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যায় নাই।

বরং তাঁহারা চলিয়া যাওয়ার পর সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ বনী ইসরাঈল জাতি এক জঘন্য কেলেঙ্কারিতে জড়াইয়া পড়িল।

বনী ইসরাঈলদের মধ্যে "সামেরী" নামে এক মোনাফেক ঐ কেলেঙ্কারির উদ্যোক্তা ছিল। বনী ইসরাঈলদের নিকট কতকগুলি স্বর্ণের অলঙ্কার ছিল। সেইগুলি মিসরীয়দের নিকট হইতে তাহারা সাময়িক ধার আনিয়াছিল; মিসরে তাহাদের পরিত্যক্ত ধন সম্পদের বিনিময়রূপে বা যেকোন কারণে ঐ গুলি তাহারা নিয়া আসিয়াছিল; পবিত্র কোরআনে এই তথ্যের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

এক দিকে হযরত মূসা তুর পর্বতের দিকে রওয়ানা হইয়াছেন অপর দিকে সামেরী সেই অলঙ্কারগুলি একত্রিত করার ব্যবস্থা করিল এবং সেগুলিকে আগুনে গলাইয়া উহা দ্বারা একটি 'গোশাবক' মূর্তি তৈয়ার করিয়া নিল।

সামেরীর নিকট আর একটি বস্তু ছিল– মূসা (আঃ) যখন মিসর হইতে আসিতেছিলেন তখন ফেরেশতা জিব্রীল (আঃ)-ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন; ইহা নবীগণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিষয়। নবীগণের সাহায্য-সহায়তা ও বিপদ ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা– ইহা আল্লাহর তরফ হইতে জিব্রাঈল ফেরেশতার উপর ন্যস্ত এবং তাঁহার একটি প্রধান কর্তব্য ছিল। হযরত ঈসার রক্ষক ও সহায়করূপে ফেরেশতা জিব্রীলের নিয়োজিত থাকা পবিত্র কোরআনেই বর্ণিত আছে। বদর, ওহুদ, আহযাব, বনু কোরায়যা ইত্যাদি জেহাদসমূহে জিব্রাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহায়তায় আসিয়াছিলেন, ইহা বোখারী শরীফ ইত্যাদি কিতাবের অনেক হাদীছে প্রমাণিত রহিয়াছে।

হাদীছ দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত জিব্রাঈলের ঘোড়া আছে; তিনি নবীগণের সাহায্য প্রয়োজনে ঘোড়া লইয়া অনেক ক্ষেত্রে আসিতেন। বোখারী শরীফের হাদীছে উল্লেখ আছে, বদরের জেহাদে ঘোড়া ও যুদ্ধাস্ত্র লইয়া হযরত জিব্রীলের উপস্থিতি রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যক্ষ করা পূর্বক বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ঘোড়ার নাম حيزوم "হাইযুম" বলা হইয়া থাকে। বদরের জেহাদে হাইযুম হাঁকাইবার শব্দ ছাহাবীগণ শুনিয়াছেন বলিয়া মুসলিম শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে। বোখারী শরীফেরই জন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে, "বনু কোরায়যা" গোত্রের উপর আক্রমণে যাত্রাকালে ছাহাবীগণ মদীনার "বনী গনম" সড়কে ধুলা উড়িতে দেখিয়াছেন যাহা অশ্বারোহী জিব্রাঈল বাহিনী অতিক্রমের দরুন ছিল।

মোট কথা–আপদ-বিপদে পয়গাম্বরগণের সাথে হযরত জব্রাঈলের সঙ্গ অবলম্বন এবং তাঁহার ঘোড়ায় আরোহণ এই সব তথ্য হাদীছ দ্বারা সুপ্রমাণিত।

মোফাস্‌সেরগণ লিখিয়াছেন, মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে লইয়া মিসর ত্যাগের সঙ্কটময় ঘটনায় জিব্রাঈল (আঃ) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং ঘোড়া আরোহিত ছিলেন। ঐ ঘোড়ার একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিতেছিল– হযরত জব্রাঈলের ঘোড়ার পা যে স্থানে পতিত হইত সে স্থানে মরুভূমির মধ্যেও ঘাস-পাতা গজাইয়া উঠিত। হযরত জিব্রীল ও তাঁহার ঘোড়া সাধারণরূপে দৃষ্ট না হইলেও স্থানে স্থানে ঘাস-পাতা গজাইয়া উঠা দৃষ্ট ছিল এবং সামেরী তাহা লক্ষ্য করিতেছিল। সে এরূপ স্থান হইতে কিছু মাটি সঙ্গে রাখিয়াও দিয়াছিল এবং ধারণা করিয়াছিল যে, মৃত তথা ঘাস-পাতাবিহীন যমীন হঠাৎ সজীব ঘাস-পাতা বাহক হইয়া যাইতেছে! এই স্থানের মাটির আশ্চর্যজনক প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় থাকিবে। এইরূপে একটা স্বাভাবিক মনোভাব লইয়া সে ঐ মাটি নিজের নিকট রাখিয়াছিল।

পূর্ববর্ণিত স্বর্ণের তৈয়ারী গোশাবক মূর্তিটি তৈয়ার করার পর সামেরীর মনে খেয়াল আসিল যে, আমার নিকট ত ঐ মাটি আছে যাহার ঘটনা ছিল– জীবনবিহীন বস্তুতে সজীবতার গুণাগুণ সৃষ্টি হওয়া; ঐ মাটি এই জীবনবিহীন বাছুর মূর্তিটার মধ্যে দিয়া দেখি কি হয়! মনের খামখেয়ালীর দ্বারাই সে উদ্বুদ্ধ হইল এবং সেই বাছুর মূর্তিটার মুখে ঐ মাটি রাখিয়া দিল।

আল্লাহর কুরতের লীলা– ঐ মাটি রাখিলে পর বাছুর মূর্তিটির মধ্যে একটা আশ্চর্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়া গেল যে, ঐ মূর্তিটি প্রকৃত গোশাবকের ন্যায় হাম্বা হাম্বা করিতে আরম্ভ করিল। মোনাফেক সামেরী উহাকে কেন্দ্র করিয়া বনী ইসরাঈলদের দ্বীন ঈমান নষ্ট করার সুযোগ গ্রহণ করিল। সে তাহাদিগকে বলিল, এই গোশাবকটিই বস্তুতঃ তোমাদের এবং তোমাদের নবী মূসারও প্রভু-পরওয়ারদেগার– মাবুদ উপাস্য। মূসা ভুল করিয়া উপাস্য মাবদের তালাশে তুর পর্বতে গিয়াছেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বনী ইসরাঈলগণ দীর্ঘ পরাধীনতার জীবনে শেরক ও মূর্তিপূজকদের ভাবধারা ও রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। এমনকি মূর্তি পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য তাহারা স্বয়ং হযরত মূসা সমীপে দাবীও পেশ করিয়াছিল, যাহার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

আপন ভোলা, বিজাতীয় ভাবধারায় নিমজ্জমান বনী ইসরাঈলগণ সহজেই সামেরীর খপ্পরে পড়িয়া গেল। তাহারা সকলে ঐ গোশাবকের পূজা আরম্ভ করিয়া দিল, এমনকি হারুন (আঃ) তাহাদিগকে শত বুঝাইয়াও নিবৃত্ত রাখিতে পারিলেন না। তাহারা পূর্ণ উদ্দ্যমে ঐ কেলেঙ্কারিতে মশগুল হইয়া গেল। তুর পর্বতে উপস্থিত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা তাঁহার জাতির অবস্থা জ্ঞাত করিলেন। জাতির জন্য আসমানী কিতাব লাভ করিলেন– সেই মুহূর্তে এই কেলেঙ্কারির সংবাদে হযরত মূসার আক্ষেপ অনুতাপের সীমা রহিল না। তিনি তথাকার কর্তব্য সমাপ্ত করিয়া আল্লাহ তাআলার কিতাব তওরাত শরীফ লাভ করতঃ স্বীয় জাতির প্রতি ক্রোধ ও অনুতাপ লইয়া তুর হইতে প্রত্যাবর্তন করিরেন।

প্রথমেই স্বীয় ভ্রাতা হযরত হারুনকে অভিযুক্ত করিলেন। কারণ, তাঁহাকেই নিজ স্থলাভিষিক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাই ভাবিলেন যে, তাঁহার দুর্বলতায়ই হয় ত এই অঘটন ঘটিয়াছে। হারুন (আঃ) বলিলেন, আমি যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা আমার বাধা মানে নাই, বরং আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল। অবশেষে আমি এ সম্পর্কে কিছু করিতে না পারিয়া জাতির সংহতি রক্ষা করতঃ আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম।

অতপর হযরত মূসা (আঃ) জানিতে পারিলেন যে, এই কেলেঙ্কারির মূল হইল সামেরী, অতএব তিনি সামেরীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। সে হযরত মূসার প্রভাব ও ভয়ে-আতঙ্কে কিছুই গোপন রাখিতে সক্ষম হইল না, সব কিছু খুলিয়া বলিয়া দিল। হযরত মূসা সকলকে এরূপ অযৌক্তিক হীনকার্যের উপর ভর্ৎসনা করিলেন। মোনাফেক সামেরী ত সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষামূলক শাস্তি ভোগে গজবে পতিত হইল; আর সর্বসাধারণ বনী ইসরাঈলদিগকে বিশেষরূপে তওবা করার আদেশ করা হইল এবং বাছুর-মূর্তিটাকে আগুনে পোড়াইয়া ছাই ভস্ম করিয়া দেওয়া হইল। এই ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَاِذْ وَاعَدْنَا مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ـ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَّعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ـ

স্মরণীয় ঘটনা– আমি ওয়াদা দিয়াছিলাম মূসাকে চল্লিশ রাত্রের – (তুর পর্বতে ৪০ রাত্র ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাও; কিতাব প্রদান করিব)। তারপর তোমরা একটা বাছুর মূর্তিকে মা'বুদরূপে অবলম্বন করিয়াছিলে; (কিতাবের জন্য) মূসার যাওয়ার পর। তোমরা গুরুতর অন্যায়কারী ছিলে।

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْ بَّعْدِهٖ مِنْ حُلِّيِهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ـ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلاً ـ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ـ

মূসার জাতি তাহার যাওয়ার পর তাহাদের স্বর্ণালঙ্কারগুলি দ্বারা একটা গোশাবকের মূর্তি বানাইল– এটা শুধু আকৃতিই ছিল (আত্মা উহাতে ছিল না; কেবল) গোশাবকের ন্যায় শব্দ উহাতে ছিল। তাহারা কি চিন্তা করিল না যে, ঐ বাছুর মূর্তিটা (মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট; মানুষ ত কথা বলিতে পারে, বাছুর মূর্তিটা ত)

কথাও বলিতে পারে না, তাহাদিগকে কোন পথ প্রদর্শনও করিতে পারে না। এমন অক্ষমকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা! বাস্তবিকই তাহারা বড় অন্যায়কারী ছিল।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۔ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِىْ مِنْۢ بَعْدِىْ ۔ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗ اِلَيْهِ ۔

আর যখন মূসা অনুতাপ ও ক্রোধভরে স্বীয় জাতির নিকট ফিরিলেন তখন বলিলেন, তোমরা আমার যাওয়ার পর অত্যন্ত জঘন্য কাজে লিপ্ত হইয়াছ! আল্লাহর তরফ হইতে হুকুম-আহকাম আনিবার জন্য আমি গিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষাও করিলে না? এই বলিয়া তিনি তওরাত শরীফের খণ্ডগুলি ক্ষিপ্ততার সহিত রাখিয়া দিয়া স্বীয় ভ্রাতা হারুনের মাথার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিলেন।

قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ ۔ فَلَا تَشْمِتْ بِىَ الْاَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِىْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۔

হারুন (আঃ) বলিলেন, ভাই! জাতি আমাকে হাল্কা মনে করিয়াছে– আমার কথার মূল্য দেয় নাই, আমাকে ত তাহারা খুন করিতে প্রস্তুত ছিল (তুমিও কঠোরতা দেখাইলে শত্রুরা হাসিবে) অতএব শত্রু দলকে তুমি আমার প্রতি হাসাইও না এবং আমাকে অপরাধীদের দলভুক্ত গণ্য করিও না।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ ۔ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۔

মূসা (আঃ) বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাকেও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা করুন এবং আপনার রহমতের আওতায় শামিল করুন, আপনি ত সর্বোপরি দয়ালু মেহেরবান।

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۔ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ۔

যাহারা বাছুর মূর্তিকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করিয়াছে, নিশ্চয় তাহাদের অচিরেই পাকড়াও করিবে তাহাদের পরওয়ারদেগারের গজব এবং ইহকালেই তাহারা অপদস্থ হইবে। (আল্লাহ বলেন,) এইরূপ প্রতিফলই দিয়া থাকি আমি মিথ্যা প্রবঞ্চনাকারীদেরকে।

اَلَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ وَاٰمَنُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

আর যাহারা গোনাহের কাজ করার পর তওবা করে নেক আমল করে এবং ঈমানকে শুদ্ধ করিয়া নেয়, নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদেগার ঐরূপ তওবা করিলে পর ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং রহম দান করিবেন। (পারা–৯; রুকু–৮)

وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ۔

মূসা তুর পর্বতে পৌঁছাইলে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, (যাহাদেরকে সঙ্গে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই) লোকদেরকে ছাড়িয়া দ্রুত চলিয়া আসিলেন কেন? মূসা (নিজের ধারণাবসে) বলিলেন, তাহারা আমার পিছনেই আছে। প্রভু হে! আমি যথাসত্বর আপনার আদিষ্ট স্থানে হাজির হইয়াছি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য।

قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ۔

আল্লাহ বলিলেন, আপনি চলিয়া আসার পর (তাহারা আসে নাই, বরং) তাহাদের আমি পরীক্ষায় ফেলিয়াছি– সামেরী তাহাদের গোমরাহ করিয়া দিয়াছে।

فَرَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۔ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۔ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ ۔

(বিস্তারিত ঘটনা জ্ঞাত হইয়া) মূসা স্বীয় জাতির প্রতি অনুতাপ ও ক্রোধ ভরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, হে আমার জাতি! তোমাদের পরওয়ারদেগার কি তোমাদের নিকট একটি উত্তম ওয়াদা করিয়াছিলেন না (যে, "কিতাব" দান করিবেন)। তোমাদের সেই ওয়াদা পূরণের সময় কি ফুরাইয়া গিয়াছিল? না তোমরা ইচ্ছাই করিয়াছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের পরওয়ারদেগারের গজব পতিত হউক, সে মতে তোমরা আমার নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার (তওহীদে দৃঢ় থাকিবে) ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছ?

قَالُوْا مَا اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَا اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِىُّ ۔

বনী ইসরাঈলরা বলিল, আপনার নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার আমরা সহজসাধ্যে ভঙ্গ করি নাই। কিন্তু ঘটনা এই যে, আমাদের উপর (মিসরবাসীদের) স্বর্ণালঙ্কারের বোঝার চাপ ছিল; অতএব (সামেরীর পরামর্শে) আমরা সেগুলিকে (আগুনে) ফেলিয়াছিলাম, তারপর সামেরীও ঐরূপে ফেলিয়াছে।

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ۔ فَقَالُوْا هٰذَا اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى فَنَسِىَ ۔

(সেইগুলি আগুনে গলাইয়া) সামেরী তাহাদের জন্য একটা বাছুরমূর্তি বানাইয়াছিল– এটা শুধু আকৃতিই, ছিল যাহাতে (আত্মা ছিল না) ছিল কেবল গোশাবকের ন্যায় শব্দ। সেই বাছুর মূর্তি সম্পর্কে (সামেরীর ধোকায়) তাহারা পরস্পর বলিল, ইহাই তোমাদের মা'বুদ এবং মূসা ও মা'বুদ। মূসা ভুল করিয়াছে। (মা'বুদের জন্য তুর পর্বতে গিয়াছে)।

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ۔

(আল্লাহ বলেন,) তাহারা কি চিন্তা করিল না। এটা তাহাদের কথার উত্তর দিতেও অক্ষম, লাভ-লোকসানের মালিক হওয়ার কথাই নাই।

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ ۔ فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْا اَمْرِىْ ۔ قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ ۔ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ۔

হারুন (আঃ) তাহাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! বাছুর মূর্তির দ্বারা তোমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছ (এইটা প্রভু বা মা'বূদ হইতে পারে না)। তোমাদের প্রভু হইলেন একমাত্র তিনি, যিনি "রাহমান," অসীম দয়ালু-দাতা, করুণাময়। সুতরাং তোমরা আমার কথা মান এবং আমার আদেশের অনুসরণ কর। তাহারা হারুনকে বলিয়াছিল, আমরা কিছুতেই এই বাছুর মূর্তিকে ছাড়িব না– ইহার পূজায় লিপ্ত থাকিব যাবত না মূসা আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন।

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا ۔ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۔ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِىْ ۔

মূসা (আঃ) ভ্রাতা হারুনকে (ক্রোধভরে মাথার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিলেন এবং থুতিতে হাত

লাগাইয়া মুখামুখি বসাইয়া) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হারুন! জাতি যখন গোমরাহ হইতেছিল তখন আমার (নিকট পৌঁছার) পথ ধরিতে তোমার জন্য বাধা কি ছিল? তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন করিলে?

قَالَ يَابْنَؤُمَّ لاَ تَاخُذْ بِلِحْيَتِىْ وَلاَ بِرَاسِىْ ـ اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِىْ ـ

হারুন (আঃ) বিনয়ভাবে বলিলেন, হে আমার মায়ের গর্ভজাত ভ্রাতা! আমার চুল-দাড়ি ছাড়িয়া দাও (এবং কথা শোন–) আমি আশঙ্কা করিয়াছি (তোমার নিকট গেলে কিছু লোক আমার সঙ্গে যাইবে, ফলে তাহাদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হইবে); তুমি হয়ত বলিবে, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির কাজ করিয়াছ, আমার আদেশ রক্ষা কর নাই– (আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে সুষ্ঠুতা বজায় রাখিবে)।

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِىُّ ـ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ ـ

মূসা (আঃ) (কেলেঙ্কারির মূল গুরুকে?) বলিলেন হে সামেরী! তোর ঘটনা কি? সে বলিল, অতীতে আমি একটি বস্তু লক্ষ্য করিয়াছিল যাহা সকলে লক্ষ্য করিয়াছিল না– (অর্থাৎ আল্লাহ প্রেরিত ফেরেশতা জিব্রীলের ঘোড়ার পদস্থানের অলৌকিক অবস্থা)। সেমতে আমি সেই প্রেরিত দূতের পদস্থান হইতে এক মুষ্টি মাটি লইয়াছিলাম; সেই মাটি-মুষ্টি আমি (বাছুর-মূর্তিটিতে) ফেলিয়াছিলাম, এইটা আমার মনের একটা পরিকল্পনা ছিল; (তাহা হইতেই মূল ঘটনার সৃষ্টি)।

قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لاَ مِسَاسَ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ـ وَانْظُرْ اِلٰى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ـ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِى الْيَمِّ نَسْفًا ـ

মূসা বলিলেন, দূর হইয়া যা– এই জিন্দেগীতে তোর এই দুর্ভোগ হইবে যে, ছুঁইও না, ছুঁইও না বলিতে হইবে, তদুপরি তোর জন্য শাস্তির আরও একটা নির্ধারিত সময় আছে পরকাল; যাহা এড়াইবার উপায় নাই। যেই মা'বুদকে কেন্দ্র করিয়া তুই ও তোর দল পূজা-পাট করিয়াছিল– এখনই দেখিবে, উহাকে জ্বালাইয়া ছাই-ভস্ম করিয়া দিব।

اِنَّمَا اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ـ

তোমাদের সকলের মা'বুদ একমাত্র তিনি যিনি ভিন্ন মা'বুদ হওয়ার যোগ্য আর কেহ নাই, তিনি সর্বজ্ঞ সর্বজ্ঞানী। (পারা– ১৬; রুকু– ১৩, ১৪)

সামেরীর ইহকালীন দুর্ভোগের বিবরণ সম্পর্কে মোফাসসেরগণ লিখিয়াছেন যে, তাহাকে কেহ স্পর্শ করিলে স্পর্শকারী এবং সামেরী উভয়ের ভীষণ জ্বর আসিয়া যাইত, সুতরাং সে পাগলের ন্যায় মানুষ-জন হইতে দূরে ঝাড়-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং মানুষ-জন দেখিলেই এইরূপ বলিতে থাকিত, ছুঁইও না– ছুঁইও না।

বাছুর পূজারীদের তওবা

সামেরী ইহকালীন গজবে পতিত হইল এবং বাছুর-মূর্তিটাকে পোড়াইয়া ছাই-ভস্ম করিয়া সমুদ্রে ফেলা হইল। অতপর মূসা (আঃ) বনী ইস্রাঈলের লোকগণকে তাহাদের এই মহাপাপ শেরেকের জঘন্যতা বুঝাইলেন এবং উহা হইতে তওবা করার উপদেশ দিলেন; তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিল। আল্লাহ তাআলা

তাহাদের এই মহাপাপের তওবা এইরূপ নির্ধারিত করিলেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে হইবে। যেমন, বর্তমানে আমাদের শরীয়াতেও ব্যভিচার সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ আছে, নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া তথা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুবরণ করা।

ছাহাবী মা'য়েজ (রাঃ) এবং "গামেদিয়াহ" (রাঃ) নাম্নী ছাহাবী এইরূপ ঘটনায় স্বীয় জীবন বিসর্জন দেওয়ার জন্য طهرني يا رسول الله ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে পাক-পবিত্র করুন বলিয়া হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে নিজেকে পেশ করিয়াছিলেন। সেমতে হযরত (সঃ) তাঁহাদিগকে শরীয়তের নির্দেশ মতে প্রকাশ্যে জনসাধারণের প্রস্তরাঘাতে প্রাণে বধ করিয়াছিলেন। হযরত (সঃ) তাঁহাদের এই তওবার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন।

তওবার ব্যবস্থাটি কঠিন ছিল বটে, কিন্তু বনী ইসরাঈলগণ তাহার জন্য শুধু প্রস্তুতই হইল না, বরং বাস্তবে পরিণত করিল। তাহাদের মধ্যে সত্তর হাজার লোক ঐ পাপে লিপ্ত হইয়াছিল। তাহারা সকলেই তাহাদের জীবন বিসর্জন দিয়াছিল; ফলে আল্লাহ তাআলা ঐরূপ তওবাকারীদের সেই মহাপাপ ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْا اِلٰى بَارِئِكُمْ ـ فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ـ

অর্থ ঃ স্মরণীয় ঘটনা– মূসা (আঃ) স্বীয় জাতিকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা বাছুর পূজা অবলম্বনে নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছ। তোমরা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার প্রতি ধাবিতও হও খাঁটি তওবা কর এবং সেমতে তোমরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দাও। এই ব্যবস্থা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার দরবারে তোমাদের পক্ষে সুফলদায়ক হইবে– তিনি তোমাদের তওবা কবুল করিবেন; নিশ্চয় তিনি তওবা কবুলকারী।

(পারা–১ ;রুকু–৬)

আল্লাহ তাআলা আরও বলিয়াছেন–

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ـ

"বনী ইসরাঈলদের অপর একটি ঘটনা যে, তাহাদের নিকট সত্য দ্বীনের দলীল প্রমাণ আসিবার পরেও তাহারা বাছুর পূজা অবলম্বন করিয়াছিল। সেইরূপ মহাপাপকেও (তাহাদের তওবার বদৌলতে) আমি ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলাম।" (পারা– ৬;রুকু– ২)

তওরাত সম্পর্কে গড়িমসি, তাই ব্যবস্থা অবলম্বন

বাছুর পূজার কেলেঙ্কারির সমাপ্তি ঘটিল, সেই পাপে প্রত্যক্ষরূপে জড়িত ব্যক্তিরা তওবারূপে জীবন বিসর্জন দিল অতপর শান্ত পরিবেশে মূসা (আঃ) তওরাত শরীফ বনী ইসরাঈল জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। তাহাদের বেআদব প্রকৃতির কিছু লোক একটা গোঁড়ামিমূলক প্রশ্ন তুলিল যে, আল্লাহ তাআলা সরাসরি আমাদিগকে বলিয়া দিলে আমরা এই কিতাবে বর্ণিত আদেশ গ্রহণ করিতে পারি; নতুবা কিরূপে বুঝিতে পারি যে, ইহা বাস্তবিকই আল্লাহর কিতাব?

অনেক সময় আল্লাহ মানুষকে ঢিল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেমতে মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার ইঙ্গিতক্রমে তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেকের নিকট আল্লাহ তাআলা কিছু বলিবেন এটা ত দুরূহ কথা, তবে এইরূপ ব্যবস্থা কর যে, তোমাদের কতিপয় ব্যক্তি ব্যক্তিবিশেষকে নির্বাচিত করিয়া দাও; তাহারা আমার সঙ্গে তুর পর্বতে উপস্থিত হইবে; আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে বলিয়া দিবেন। তাহাই করা হইল–

তাহারা সত্তর জন লোক নির্বাচিত করিল। মূসা (আঃ) তাহাদিগকে লইয়া তুর পর্বতে উপস্থিত হইলেন– তাহারা তথায় নিজ কানে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ শুনিতে পাইল– আল্লাহ তাআলা বলিলেন–

انى انا الله لا اله الا انا ذو بكة اخرجتكم من ارض مصر فاعبدونى ولا تعبدوا غيرى -

"একমাত্র আমিই তোমাদের মা'বুদ বা উপাস্য, আমি ভিন্ন তোমাদের কোন মা'বুদ নাই। আমি পরম প্রতাপশালী, তোমাদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া শত্রুমুক্ত করিয়াছি, অতএব তোমরা আমারই গোলামী কর– আমি ভিন্ন অন্য কাহারও গোলামী করিও না।"। (তফসীর আজিজী)

এই স্পষ্ট নির্দেশ শুনিবার পর তাহারা বলিতে লাগিল; যে নির্দেশ আমরা শুনিলাম তাহা যে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি যাবৎ প্রকাশ্যে আমরা আল্লাহ তাআলাকে না দেখি?

এত গোঁড়ামি? এত গোস্তাখী! আর কত ঢিল দেওয়া যাইতে পারে! এইবার তাহারা আল্লাহর গযবে পতিত হইল– ভীষণ গর্জন এবং বিদ্যুৎ তাহাদিগকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করিয়া দিল, সত্তর জন সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এখন মূসা (আঃ) চিন্তায় পড়িলেন যে, দুষ্টগণ ত নিজ দোষে ধ্বংস হইল; কিন্তু জাতিকে আমি এই ঘটনা বুঝাইতে পারিব না, তাহারা সমস্ত দোষ আমার উপর চাপাইবে। এই ভাবিয়া তিনি বিনয়ের সহিত আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করিলেন। আল্লাহ তাআলা হযরত মূসার দোয়ার বরকতে পুনরায় তাহাদিগকে জীবিত করিয়া দিলেন।

তুর পর্বত হইতে মূসা (আঃ) তাহাদিগকে লইয়া ফিরিলেন। তাহারা জাতির সম্মুখে কিছুটা সাক্ষ্য দিল। এখন বনী ইসরাঈলরা বলিতে লাগিল, আমরা এত কঠিন কঠিন বিধানের কিতাব গ্রহণ করিতে পারিব না।

যেসব ব্যক্তি সম্যক বাছুর পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল তাহারা ত তওবাস্বরূপ জীবনদানে ইহজগত হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু জাতির মধ্যে বহু লোক এমনও ছিল যাহারা সরাসরি পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল না, তাই তাহারা সেই জীবন বিসর্জনের তওবার আওতায় পড়ে নাই; কিন্তু তাহাদের অন্তরে বাছুর পূজার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এই মহাপাপের যে প্রভাব ও আকর্ষণ তাহাদের অন্তরে ছিল, তাহার অভিশাপে তাহাদের এই দুর্ভাগ্য যে, তাহারা আল্লাহ তাআলার আদেশাবলীকে শিরোধার্য করিয়া নিতে গড়িমসি করিল। আল্লাহ তাআলা এক পর্বত খন্ডকে উপড়াইয়া তাহাদের মাথার উপর তুলিয়া ধরিলেন এবং নবীর মারফত বলিলেন, আমার প্রদত্ত কিতাব গ্রহণ কর, নতুবা রক্ষা নাই, এই পাহাড় তোমাদের উপর পতিত হইবে। তখন তাহারা ভীত ও সন্ত্রস্ততার প্রভাবে বলিল, আমরা গ্রহণ করিলাম; কিন্তু তাহাদের পরবর্তী অবস্থা ও কার্যকলাপ ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, তাহারা খাঁটি অন্তরে গ্রহণ করে নাই।

অন্তর্যামী আল্লাহ তাআলা সব কিছু জানা সত্ত্বেও তাহাদিগকে ধ্বংস করেন নাই। প্রত্যেককে তাহার জীবন সময়ের অবকাশ দিয়াছেন; ইচ্ছা করিলে সংশোধন হইতে পারিবে। আল্লাহ তাআলা কতই না দয়ালু যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পাঠাইয়া তাহাদের সেই সংশোধনের সুযোগ আরও প্রশস্ত করিয়াছেন। এই সবের বর্ণনায় পবিত্র কোরআনে অনেক আয়াত রহিয়াছে–

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ وَفِىْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ -

(বাছুর পূজার কারণে সৃষ্ট) মূসার রাগ যখন থামিল, তখন তিনি তওরাত লিখিত খন্ডগুলি বনী ইসরাঈলকে বুঝাইতে হাতে নিলেন। তাহার বিষয়বস্তু ছিল হেদায়াত– সৎপথ প্রদর্শন এবং রহমত–কল্যাণময় তাহাদের জন্য যাহারা স্বীয় প্রভূর ভয়-ভক্তি রাখে।

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلاً لِّمِيْقَاتِنَا فَلَمَّا اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَاِيَّاىَ ـ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاۤءُ مِنَّا ـ

(আর তওরাত সম্পর্কে আল্লাহর বাণী শুনিবার জন্য) মূসা স্বীয় জাতি হইতে সত্তর জন লোক মনোনীত করিলেন নির্দিষ্ট স্থান তুর পর্বতে উপস্থিত হওয়ার জন্য। (তথায় আল্লাহর বাণী শুনিবার পর আল্লাহকে দেখিবার প্রস্তাব করায়) যখন ভীষণ ভূকম্পনাকারে আল্লাহর গজব তাহাদিগকে পাকড়াও করিল এবং তাহারা ধ্বংস হইল তখন মূসা আল্লার দরবারে আরজ করিরেন, পরওয়ারদেগার! (ইহা সুস্পষ্ট যে, তাহাদের ঔদ্ধত্যতায়ই তাহাদের ধ্বংস করিয়াছেন নতুবা) আপনি সব সময়ই সর্বশক্তিমান– ইচ্ছা করিলে পূর্বে আমাকে এবং তাহাদিগকে– সকলকেই ধ্বংস করিতে পারিতেন। প্রভু! আপনি কি আমাকে সহ হালাক করিবেন আমাদের এই কতিপয় জ্ঞানশূন্য লোকের আচরণের দরুন? (এই অপরাধে তাহাদের সহিত আমারও ধ্বংস আসন্ন; কারণ, এই লোকদের মৃত্যুতে বনী ইসরাঈলরা আমাকে আসামী সাব্যস্ত করিবে এবং মারিয়া ফেলিবে)। (পারা– ৯; রুকু– ৯)

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ـ ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَّعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা– যখন তোমরা বলিয়াছিলেন, হে মূসা! কিছুতেই আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করিব না (এই শ্রুত বাণী আল্লাহ তাআলার) যাবত না আমরা প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখিয়া নেই। তখন ভীষণ বজ্র ও বিদ্যুৎ তোমাদেরকে পাকড়াও করিয়াছিল। তোমরা নিজ চোখে গজবের আগমন দেখিতেছিলে। তারপর (মূসার দোয়ার ফলে) আমি তোমাদিগকে জীবিত করিয়াছিলাম তোমাদের সেই মৃত্যুর পর, তোমরা যেন আমার শোকরগুজারী কর। (সূরা বাকারাঃ পারা– ১; রুকু– ৬)

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ـ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

স্মরণ কর– আমি তোমাদের হইতে ওয়াদা অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং সেই ব্যাপারে পাহাড়কে তোমাদের উপর তুলিয়া ধরিয়াছিলাম* আর আদেশ করিয়াছিলাম– আমি তোমাদেরকে, যে কিতাব দিয়াছি তাহা মজবুতরূপে গ্রহণ কর, তাহার নির্দেশাবলী অন্তরে গাঁথিয়া লও এবং তাহা মোতাবেক চল; তবে তোমরা হইতে পারিবে মোত্তাকী–পরহেজগার। (পারা– ১; রুকু– ৮)

---

* বহু সমালোচিত বাঙ্গালী পন্ডিত তফসীরকার এখানেও অপব্যাখ্যর উদগার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার চিরাচরিত ফন্দি-ফেরেব এখানেও আঁটিয়াছেন, কতিপয় শব্দের বিচ্ছিন্ন উপঅর্থ হাতড়াইয়া সমাবেশ করতঃ গোঁজামিল দিয়াছেন।

তাহার বক্তব্য এই যে, পাহাড় উঠাইয়া আনিয়া তাহাদের মাথার উপর ধরা হইয়াছিল ইহা সত্য নহে, গল্প-গুজব মাত্র। তাহার মতে, আয়াতের মর্ম ও ঘটনার সত্য বিবরণ এই যে, পাহাড়টাকে নিজ স্থানে রাখিয়াই বনী ইসরাঈলদের দৃষ্টিতে তাহা প্রকাশমান করা হইয়াছিল মাত্র। পাঠকবর্গ! পণ্ডিতের তফসীর কিরূপ সত্য তাহা একটু চিন্তা করিলেই ধরা পড়িবে। এখানে তিনটি বাক্য আছে– (১) স্মরণ কর ঐ সময়টা যখন তোমাদের হইতে আমি অঙ্গীকার লইয়াছিলাম (২) আর তোমাদের উপর পাহাড় উঠাইয়াছিলাম (৩) আদেশ করিয়াছিলাম, যাহা আমি দিয়াছি তাহা শক্তভাবে ধর এবং স্মরণ রাখ।

এখন বিচার করুন ২ নং বাক্যটির মর্ম যদি এই হয় যে, "পাহাড়টাকে তোমাদের দৃষ্টিতে প্রকাশমান করিয়াছিলাম" তবে এই বাক্যটির পূর্বাপর তথা ১ নং ও ৩ নং বাক্যদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গতি কি হইবে এবং এই বাক্যত্রয়ের ধারাবাহিকতার তাৎপর্য কি হইবে?

অতপর পণ্ডিত সাহেব رفعنا রাফা'না ও فوقكم ফাওকাকুম শব্দের ব্যবহারিক অর্থ সম্পর্কে হাতড়ানি দেখাইয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্য রাখিবেন যে, তিনি যেসব অর্থ দেখাইয়াছেন তাহা শব্দের মূল অর্থ নহে, বরং ব্যবহারিক অর্থ। আর ব্যবহারিক অর্থেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, رفعنا রাফানা ও فوقكم ফাওকাকুম শব্দদ্বয় বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন আকারে ব্যবহারে যে অর্থ হইতে

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ـ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ـ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ـ وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ـ

আরও স্মরণ কর, তোমাদের হইতে ওয়াদা অঙ্গীকার লইয়াছিলাম এবং (তাহার জন্য) তোমাদের উপর পাহাড় তুলিয়া ধরিয়াছিলাম। আদেশ করিয়াছিলাম, যে কিতাব আমি তোমাদেরকে দিয়াছি তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং মনোযোগের সহিত শুন। তাহারা বলিয়াছিল– শুনিলাম, কিন্তু আমল করিতে পারিব না। বস্তুতঃ তাহাদের অন্তরকে দখল করিয়া রাখিয়াছিল বাছুর পূজার (ন্যায় শেরেকী গোনাহের) আকর্ষণ তাহাদের কুফরী মনোভাবের দরুন। (পারা– ১; রুকু – ১১)।

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْا اَنَّهٗ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা– আমি পাহাড় উঠাইয়া ধরিলাম তাহাদের উপর ছায়াবানের ন্যায়। তাহারা ভাবিয়াছিল, উহা তাহাদের উপর পতিত হইবে– এমতাবস্থায় তাহাদের আদেশ করা হইল, যে কিতাব আমি তোমাদেরকে দিয়াছি তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং তাহার আদেশবালী অন্তরে গাঁথিয়া লও এবং সেই মোতাবিক চল; তোমরা মোত্তাকী হইতে পারিবে। (সূরা আ'রাফ ঃ পারা– ৯; রুকু– ১১)

অর্থাৎ পরাধীনতার যুগে বিজাতীয় প্রভাবে তাহাদের মধ্যে কুফরী ও মূর্তি পূজার মানসিকতা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা মুখে এবং কার্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক, লোক যাহারা আত্মবিসর্জনদানে বিশেষ তওবার আদেশ বরণ করিয়াছিল তাহারা ভিন্ন অবশিষ্ট লোকগণ উক্ত কুফুরী ও শেরেকী মানসিকতা হইতে সাধারণ নিয়মেও খাঁটি এবং পরিপক্ক তওবা করে নাই। ফলে সেই অশুভ মানসিকতার জুলমত ও অন্ধকারময় প্রক্রিয়া তাহাদের অভ্যন্তরে গাঁথিয়া থাকে এবং তাহাই প্রতিক্রিয়ায় পদে পদে নাফরমানী ও গোঁড়ামি আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। যাহার একটি নমুনা তৌরাতে গ্রহণ করিয়া লওয়া সম্পর্কীয় আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে কেলেঙ্কারীর উল্লেখিত ঘটনা। তদুপরি ময়দানে তীহ বা তীহ প্রান্তর সম্পর্কীয় পরবর্তী ঘটনাবলীও সেই নাফরমানী ও গোঁড়ামি মনোবৃত্তিরই আত্মপ্রকা, যেসবের বিবরণ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

পারে উভয়ের মিলিত আকারের ব্যবহারেও ঐ অর্থ লইতে চাহিলে ভাষার মধ্যে তাহার নজির দেখাইতে হইবে। কারণ, ব্যবহারিক অর্থ ব্যবহারের আকার ও তাৎপর্যে সীমাবদ্ধ থাকে। লক্ষ্য করুন! "ধরা" শব্দটি "পায়ে ধরা" বাক্যে যে অর্থে ব্যবহার হয়, 'মাথা ধরা" বাক্যে সেই অর্থ ভুল হইবে।

অতএব পণ্ডিত সাহেব যে গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন– সেই প্রচেষ্টা সম্পন্ন হইবে না যাবত না তিনি رفعنا ও فوق শব্দদ্বয়ের মিলিত এবং فوق শব্দ كم কুম শব্দের সঙ্গে আবদ্ধ আকারে ব্যবহারে তাহার উদ্দেশ্য উপঅর্থের নজির আরবী ভাষায় দেখাইতে পারেন। পণ্ডিত সাহেবের জীবন ত খরচ হইয়াই গিয়াছে, তাঁহার দোস্ত-মদদগারদের জীবনও সম্পূর্ণ ব্যয় করিয়া আরবী ভাষায় ঐরূপ নজির বাহির করিতে সক্ষম হইবেন না।

পণ্ডিত সাহেব আলোচ্য বিষয়ের পরবর্তী সূরা আ'রাফের আয়াত খানার মধ্যে نتقنا নাতাক্না" শব্দের অর্থ সম্পর্কে কতকগুলি অভিধান গ্রন্থের নাম ভাঙ্গাইয়া ময়দান জয় করার চেষ্টা করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহার এই প্রচেষ্টা নিছক ব্যর্থ। কারণ, কোরআনের তফসীর সম্পর্কে সর্বপ্রথম নির্ভর স্থল হইল হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) বা তাঁহার ছাহাবীগণের বক্তব্য; অবশ্য কোন আয়াত সম্পর্কে যদি আমাদের খোঁজে ঐ সম্পদ না থাকে তবে দ্বিতীয় নম্বরে আরবী অভিধান ও ব্যাকরণ ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে।

ছাহাবীগণের ব্যাখ্যা তফসীর কার্যে প্রথম নম্বরের প্রমাণ; অভিধান ইত্যাদি দ্বিতীয় নম্বরের প্রমাণ। কারণ, অভিধান দ্বারা আমরা আরবী শব্দের অর্থ নির্ধারিত করিব; আর ছাহাবীগণ স্বয়ং আরবী-ভাষাভাষী এবং তাঁহাদের সম্মুখেই পবিত্র কোরআন নাযিল হইয়াছে– কোরআন রসূলের উপর নাযিল হইয়াছিল, ছাহাবীগণ তাঁহারই শার্গেদ।

তীহ প্রান্তরের ঘটনার সূচনা

ফেরআউন ধ্বংস হওয়ার পর বনী ইসরাঈলরা মিসরের স্বত্বাধিকারী হইয়া থাকিলেও তাহারা তথায় পুনর্বাসিত হয় নাই। আপন দেশ সিরিয়ায় যাওয়ার ইচ্ছায় বা আদেশে তাহারা অস্থায়ীভাবে 'সীনা' উপত্যকায় তুর পর্বতের এলাকায় বাস করিতেছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বনী ইসরাঈলদের আসল বাসস্থান ছিল শাম তথা সিরিয়ায়। বনী ইসরাঈলদের মূল ইসরাঈল তথা ইয়াকুব (আঃ) শাম দেশেরই "কেনান" অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতামহ ইব্রাহীম (আঃ) ইরাক হইতে হিজরত করিয়া শাম দেশেই আসিয়াছিলেন।

বনী ইসরাঈলগণ মুক্ত হইয়া তুর অঞ্চলে বসবাসকালে তওরাত কিতাব তথা পূর্ণ শরীয়ত প্রাপ্ত হইল এবং তথায় দীর্ঘকাল কাটাইল। অতপর আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাহাদের প্রতি আদেশ আসিল, স্বীয় পৈত্রিক আবাসভূমি শাম দেশে যাওয়ার। সেই সময় শাম দেশ "আমালেকা" নামক এক দুর্ধর্ষ জাতির দখলে ছিল; তাহাদের সঙ্গে জেহাদ করিয়া ঐ দেশ উদ্ধার করার আদেশ হইল।

মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলগণকে লইয়া জেহাদ উদ্দেশে সিরিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং বনী ইসরাঈলগণকে আশ্বাস দিলেন জেহাদ চালাইলে তোমরা সিরিয়া দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে বলিয়া আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন[১]। বনী ইসরাঈলগণ বলিল, ঐ দেশ এক দুর্ধর্ষ জাতি কর্তৃক অধিকৃত; আমরা তাহাদের সঙ্গে জেহাদে পারিয়া উঠিব না, সুতরাং তাহারা ঐ দেশ হইতে বাহির হইয়া না গেলে আমরা তথায় যাইব না।

পথিমধ্যে এই বিভ্রাট ঘটায় মূসা (আঃ) তাহাদের মনোবল বৃদ্ধি করার একটি বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। বনী ইসরাঈলগণ বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল, প্রত্যেক গোত্রের এক একজন সর্দার ছিল, তাহাদিগকে "নকীব" বলা হইত। আলোচ্য ঘটনায় বস্তুতঃ বনী ইসরাঈলগণ আমালেকা জাতি সম্পর্কে নানারূপ গুজব ও অতিরঞ্জিত খবরে প্রভাবান্বিত ছিল, তাই মূসা (আঃ) বার গোত্রের বার সর্দারকে একত্র করতঃ তাহাদিগকে অগ্রগামী করিয়া পাঠাইলেন। তাহারা গোপনে আমালেকা জাতির সঠিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আসিয়া সর্বসাধারণ বনী ইসরাঈলকে জানাইবে, যেন তাহারা গুজবের প্রভাব হইতে মুক্ত হয়– এই আদেশ তাহাদের প্রতি ছিল।

বার সর্দারের দলটি সব কিছু হাল-অবস্থা ওয়াকেফ হইয়া স্থির করিল যে, স্বীয় জাতিকে তাহাদের মনোবল বৃদ্ধিকারক খবরই শুনান হইবে যে, তাহারা সাহস করিয়া জেহাদের জন্য অগ্রসর হইলে তাহাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বার জনের মাত্র দুই জন নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল রহিল এবং দশজনই তাহাদের সেই সিদ্ধান্ত বর্জনপূর্বক বিপরীত সংবাদ পৌঁছাইল। ফলে বনী ইস্রাঈলগণ একেবারে হাত-পা ছাড়িয়া দিল, এমনকি হযরত মূসার সঙ্গে বেআদবীপূর্ণ কথা বলিয়া পথিমধ্যে তাহারা বসিয়া পড়িল; সেই

---

[১] দুঃখের বিষয়– পণ্ডিত সাহেব আলোচ্য আয়াতের তফসীর করিতে অভিধানের পাতা উল্টাইয়াছেন, কিন্তু ইহা দেখেন নাই যে, স্বয়ং হযরত রসুলুল্লার চাচাত ভাই বিশিষ্ট ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) যিনি সমগ্র উম্মতের মধ্যে প্রধানতম মোফাসসের তাঁহার হইতে আলোচ্য আয়াতের তফসীর স্পষ্টরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। সেই তফসীর বড় বড় তফছীরের কিতাকে উল্লেখ আছে। প্রসিদ্ধ তফসীর ইবনে কাছীর- ২য় খণ্ড ২৬০ পৃষ্ঠায় আছে–

عن ابن عباس ..... وابو ان يقروا بها حتى نتق الله الجبل فوقهم كانه ظلة قال رفعته الملائكة فوق رؤسهم -

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলিয়াছেন, বনী ইসরাঈলগণ তওরাত শরীফ স্বীকার করিয়া লইতে চাহিল না, ফলে আল্লাহ তাআলা তাহাদের উপর পাহাড়কে "নাতক করিলেন তাহা তাহাদের উপর ছায়াবানের ন্যায় লট্‌কিয়া রহিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্বয়ং তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তাআলার নির্দেশে ফেরেশতাগণ পাহাড়কে তাহাদের মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এইরূপ স্পষ্ট তফসীর বর্ণিত হওয়ার পর "নাতক" শব্দের অর্থ অভিধান হইতে খয়রাত করা শুধু নিষ্প্রয়োজনই নহে, বরং ভুল পন্থাও বটে। কারণ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছাহাবী আরবী ভাষাভাষী ছিলেন বিশেষত পণ্ডিত সাহেবের স্বীকারোক্ত অনুসারেই যখন "নাতক" শব্দের অর্থ "উঠাইয়া ধরা" অভিধানেও বিদ্যমান আছে তখন ত ঐ অর্থ বাদ দেওয়ার অর্থ হয় ছাহাবী ইবনে আব্বাসের তফসীর পণ্ডিত সাহেবের মনঃপূত নয়, তাই ঐ তফসীর গ্রহণ করিতে গড়িমসি; ইহা ত বনী ইসরাঈল-মার্কা স্বভাব।

কেলেস্কীরর এলাকাটিই ছিল "তীহ প্রান্তর"।

হযরত মূসা (আঃ) ভীষণ অনুতপ্ত ও মনঃক্ষুণ্ন হইলেন, এমনকি আল্লাহর দরবারে নিজেকে এবং ভ্রাতা হযরত হারুনকে পেশ করত স্বীয় জাতির বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হইলেন। আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলগণকে ইহকালীন আযাবে পতিত করিলেন, তাহারা ঐ মরু প্রান্তর অঞ্চলে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত দিশাহারা দিগভ্রান্তরূপে ঘূর্ণায়মান থাকিবে– এই অঞ্চল হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

ঐ মরু অঞ্চলটি এই অর্থেই "তীহ প্রান্তর" নামকরণ হইয়াছে। "তীহ" অর্থ দিকভ্রান্তরূপে ঘূর্ণায়মান হওয়া। ঐ প্রান্তরটি পূর্বালোচিত সীনা উপত্যকার প্রশস্ত দিক তথা উত্তরাংশ– খাদ্য পানীয়, ঘাস-পাতা, তৃণ-লতাবিহীন বিশাল মরুভূমি।

এই বিবরণীর আলোচনায় পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই–

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا وَّاٰتٰكُمْ مَا لَمْ يُؤْتَ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ـ

স্মরণ কর, মূসা (আঃ) স্বীয় জাতিকে বলিয়াছিলেন, হে আমার জাতি! তোমাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর– আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কত কত নবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং (ফেরআউন হইতে মুক্ত করিয়া কত কত শহরের স্বত্বাধিকারদানে) তোমাদিগকে রাজ্যের মালিক বানাইলেন, আরও কত নেয়ামত তোমাদিগকে দান করিয়ানে! বর্তমান জগদ্বাসীদের আর কাহাকেও ঐরূপ দান করেন নাই।

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ـ

হে আমার জাতি! তোমরা পূণ্যময় ভূখণ্ডে প্রবেশ কর (তথা সিরিয়া বা শাম দেশে–) যাহাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য অবধারিত করিয়া রাখিয়াছেন (জেহাদ করিলেই তোমরা তাহা পাইয়া যাইবে)। খবরদার! জেহাদ হইতে পশ্চাৎপদ হইও না, অন্যথায় তোমাদের সর্বনাশ হইবে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ـ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ـ

তাহারা বলিল, হে মূসা! সে অঞ্চলে ত এক দুর্ধর্ষ পরাক্রমশালী জাতি বাস করে; আমরা কোন মতেই তথায় প্রবেশ করিব না যাবত না তাহারা তথা হইতে বাহির হইয়া যায়। হাঁ, যদি তাহারা তথা হইতে বাহির হইয়া যায় তবে পরে আমরা প্রবেশ করিব।

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ـ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ـ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

দুই জন লোক যাহারা আল্লাহকে ভয় করিত– যাহাদেরকে আল্লাহ শুভবুদ্ধির নেয়ামত দিয়াছিলেন তাঁহারা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তোমরা তাহাদের সম্মুখে তাহাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হও; তবেই তোমাদের বিজয় প্রতিষ্ঠিত হইবে (ভয় কর কেন)? তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হইয়া থাক তবে তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা স্থাপন কর।

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ ـ